ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-৭৪
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

طريقة بناء الأسرة الإسلامية

تأليف : د. محمد كبير الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল
জুমাঃ আখিরাহ ১৪৩৯ হিঃ
ফাল্গুন ১৪২৪ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
সপুরা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

Islami Paribar Gothoner Upai by **Dr. Muhammad Kabirul Islam**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01770800900, 01835-423410. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

Contents

প্রসঙ্গ কথা

পরিবার সমাজের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বহু শারঈ বিধানের লালনক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক জীবন। প্রকৃত ইসলামী পরিবার গঠনের উপরেই মূলত নির্ভর করে আমাদের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কামিয়াবীর সিংহভাগ। পারিবারিক জীবনের সূচনা হয় বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে; একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে। সাধারণত একটি বর্ধিত পরিবারের একটি শাখা বা প্রশাখা হিসাবে এর উৎপত্তি ঘটলেও সময়ের ব্যবধানে এবং পর্যায়ক্রমে এ দাম্পত্য জীবন একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে। নিজেই মূল হিসাবে আবির্ভূত হয়ে আবার শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মানব সন্তানের বিকাশ ও বিস্তৃতির এটাই হচ্ছে চিরন্তন প্রাকৃতিক উপায়। পরিবারের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনকে যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা যায়, তাহ'লে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বিস্তৃত ও বর্ধিত পরিবারকেও ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা সহজ হবে। পক্ষান্তরে যদি দাম্পত্য জীবনে গলদ ঢুকে যায় এবং ইসলামী আদর্শের ঘাটতি হয়ে যায়, তাহ'লে পরিবারের ইসলামীকরণ অবশ্যই দুরূহ হয়ে পড়বে। সেকারণ আদর্শ পরিবার গঠনের প্রাথমিক এবং অন্যতম প্রধান কাজটি বিবাহ-শাদীর পূর্বেই তথা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময়েই করতে হবে। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীর বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হাদীছে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। সৌন্দর্য, বংশ বা সামাজিক মর্যাদা অথবা সম্পদ এসব মানুষের কাছে আপাতত দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হ'লেও দ্বীনদারী বাদ দিয়ে শুধু এগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে আদর্শ পরিবার গঠনের প্রধান উপাদানেই ভেজাল ঢুকে যাবে। পাত্রী নির্বাচনের সময় শুধু স্ত্রীই নয় বরং একই সাথে সন্তানের মাও নির্বাচন করা হচ্ছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাই ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য কেমন মা নির্বাচন করা হচ্ছে, সেটাও খেয়াল করতে হবে। শুধু পাত্রী নির্বাচন নয়, পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দ্বীনদারীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ একটি পরিবার সন্তান-সন্ততি স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় আদর্শ ও সুন্দর হ'তে পারে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আমাদের সমাজে আজকাল উচ্চ ডিগ্রী ও বৈষয়িক অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী জ্ঞান, আমল-

আখলাকের বিষয়টি একেবারেই গৌণ। অথচ পিতা-মাতা দ্বীনদার না হ'লে পরিবারে সন্তান-সন্ততিদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দানের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মানব সমাজের ভিত্তি পরিবার। স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যা শুরু হয়। আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজও এ পরিবার প্রথা চালু আছে। সারা দিনের কর্মক্লান্তি, বিভিন্ন কারণে মানব মনে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খোঁজে সেটা হ'ল পরিবার। যদি পরিবারে শান্তি-শৃংখলা থাকে তাহ'লে মানব জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর। তাই শান্তি-সুখের ঠিকানা আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে পরিবারের পরিচয়, সূচনাকাল, পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, পারিবারিক জীবনের সুফল, পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারসমূহ, বিবাহের পদ্ধতি, বিবাহপূর্ব ও পরবর্তী করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

Contents

পরিবার পরিচিতি

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। পরিবারের সংজ্ঞায় Oxford ইংরেজী অভিধানে বলা হয়েছে, A group consisting of one or two parents and their children. 'পরিবার হ'ল পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি'।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, A group of people who are related to each other, such as a mother, a father and their children. 'পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ একদল মানুষ, যেমন একজন মাতা, একজন পিতা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি'।

Encyclopaedia Americana-তে পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে, The term Family usually refers to a Group of persons related birth or marriage (ordinarily parents and their children) Who reside in the same household. 'পরিবার' শব্দটি সাধারণত জন্ম বা বিবাহ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের (সাধারণত বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের) বোঝায়, যারা একই পরিবারের বাস করে'।[২]

সমাজবিজ্ঞানী এম.এফ. নিমকফ বলেন, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংস্থা বা সংঘ, যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।[৩]

পরিবারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে আল-ফিকহুল মানহাজী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ويقصد بالأُسرة اصطلاحاً في نظام الإسلام : تلك الخليّة التي تضم الآباء والأُمهات، والأجداد والجدّات، والبنات والأبناء، وأبناء الأبناء.
'ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে-মেয়ে ও পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে'।[৪]

---

১. *Oxford Advence Laerners English Dictionary, (New Yeork : Oxford University press, 8th edn, 2010), p-551.*
২. *Encyclopaedia Americana, Vol-ii, (U.S.A : Grolier Incorporate, 1980), p-2.*
৩. *M.F. Nimkof, Marriage and the Family, (Boston : 1947), p-6.*
৪. *আল-ফিকহুল মানহাজী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ, ৪র্থ খণ্ড, (দিমাশক : দারুল কলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ), পৃঃ ৯।*

পরিবারের সূচনাকাল

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য ছিল মাত্র দু'জন; আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*।

মানব জাতি এই প্রথম পরিবারের মাধ্যম দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/১)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا- 'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

Contents

অনুরূপভাবে সকল নবী-রাসূলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ‘তোমার পূর্বেও আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি’ *(রা‘দ ১৩/৩৮)*।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো‘আ করেছিলেন, رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হ’তেও আপনার অনুগত একটা দল সৃষ্টি করুন। আর আপনি আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বাৎলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়’ *(বাক্বারাহ ২/১২৮)*।

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ’লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দানা বেঁধে উঠে। শান্তিপূর্ণ সমাজে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তাই বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। পরিবারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. মানববংশ বৃদ্ধি : পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ– ‘আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হ’তে রূযী দান করেছেন’ *(নাহল ১৬/৭২)*।

এভাবে রাসূলের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাধিক্য পরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য গর্বের বিষয় হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ‘তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব’।[৫]

২. মানববংশ সংরক্ষণ : পরিবারের মাধ্যমে মানববংশ রক্ষা হয়। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا– ‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। এ পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব তৈরী হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। কারণ সেখানে থাকে পিতামাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, অনেক ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি নানান সম্পর্কের মানুষ। পরিবারে পিতামাতা সন্তানকে শৈশবে লালন-পালন করেন। তেমনি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। পৌত্ররাও দাদা-দাদীর সেবাযত্ন করে থাকে। এভাবে একে অপরের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। পরিতাপের বিষয় হ’ল, এখন মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধ করছে। লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধ করা হারাম। কেউবা ভ্রূণ হত্যা করে। শারঈ কোন কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা হারাম *(আন‘আম ৬/১৫১; বানী ইসরাঈল ১৭/৩১)*। এসব থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

৩. শিক্ষা প্রদান : পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিশুকে সামাজিক ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের ধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে শিশুর মনোজগত তৈরী হয় এবং পরিবারে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুকে সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে পরিবার বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। পিতামাতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

---

৫. আবুদাঊদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ– 'প্রত্যেক সন্তানই স্বভাব ধর্মের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'।[৬] সুতরাং পরিবারে যে শিশু সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, সে বড় হয়েও সঠিক পথে অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু পরিবারে খারাপ শিক্ষা পায়, সে বড় হয়েও খারাপ পথেই চলতে থাকে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহ্র হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শেখানোর চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিবেন। যাতে তারা নিজেদের অভিভাবকহীন না ভাবে এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়নের অভাবে বখে না যায়। পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং তাদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও নযর রাখবেন। যাতে অসৎসঙ্গে সর্বনাশ না হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً–

'সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুগন্ধ পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে পাবে দুর্গন্ধ'।[৭]

৪. শান্তি লাভ ও পারিবারিক মহব্বত সৃষ্টি : পরিবারেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে মহব্বত-ভালবাসা তৈরী হয়। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ، 'তাঁর

৬. *বুখারী হা/১৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০।*
৭. বুখারী হা/৫৫৩৪, ২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।

নিদর্শনের মধ্যে হ'ল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে' *(রূম ৩০/২১)*।

পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করেন। একসাথে থাকার ফলে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সুখে সুখী হয়, এক অপরের দুঃখে দুঃখী ও সমব্যথী হয়। এভাবে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। পরিবারের এ বন্ধন আমাদের দেশে খুবই পরিচিত চিত্র। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে চিরচেনা এ পরিবার প্রথা বিলুপ্তির পথে। একে সামাজিক বিপর্যয় বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। পারিবারিক বিপর্যয় রোধে অনেকেই সচেষ্ট। নানাবিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত। অথচ মানব চিন্তা যতই শাণিত হোক, উন্নত ও আধুনিক বলে দাবী করা হোক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই পারিবারিক বিপর্যয় রোধে ইসলামের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই। এ পথেই রয়েছে সুষ্ঠু সমাধান। ইসলাম আগে ব্যক্তি সংশোধনে গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ ব্যক্তি ঠিক হ'লে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পূর্বে যেমন ভিত্তি ঠিক করতে হয়, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করতে হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টিতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার।

পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৮] ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার

---

৮. *আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯; ছহীহাহ হা/২১৯৬।*

জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ইসলামে বিদ্যমান। সুতরাং সে বিধান মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

পারিবারিক জীবন যে শুধু দুনিয়াতেই কল্যাণ বয়ে আনে এবং এ বন্ধন যে কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এ বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، 'তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে' *(রা'দ ১৩/২৩)*।

৫. জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাযত : পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জৈবিক চাহিদা বৈধ পথে পূরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে লজ্জাস্থান হেফাযত করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'।[৯] আর এই বৈধপন্থায় নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে উভয়ে নৈতিক স্খলন থেকে বেঁচে যায়, পাপাচার থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ছওয়াব লাভ করে। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِىْ الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ،

'তোমাদের কারো স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও ছাদাক্বাহ। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও তাতে ছওয়াব পাবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের অভিমত কি যে, কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে

৯. *বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০।*

তাহ'লে সে কি গুনাহগার হবে? ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রীর সাথে) জৈবিক চাহিদা পূরণকারী ছওয়াব পাবে'।[১০]

৬. পারিবারিক জীবন যাপন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য : মুমিন বান্দাদের অন্যতম গুণ সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপন। এজন্য তারা মহান আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে এই বলে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

পারিবারিক জীবনের সুফল

পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একেকটি পরিবার বহু হৃদয়ের সমষ্টি; যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, মিলেমিশে থাকার প্রবল বাসনা, আছে নিরাপত্তা, সহনশীলতা এবং পরস্পরকে গ্রহণ করার মানসিকতা।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও জাতির নিকটে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমমর্যাদার নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়নে পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা।

পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল মানুষ পরিবারে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে উত্তম ও আদর্শ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে সুখকর ও আনন্দময়।

স্মর্তব্য যে, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার ভালো

---

১০. *মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮*।

Contents

হবে, পরিবার ভালো হ'লে সমাজ ভাল হবে। আর সমাজ ভালো হ'লে দেশ বা রাষ্ট্র ভালো চলবে। সমাজে এখনো বহু ভালো মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষেই চান যে, সমাজে ভালো মানুষই থাকুক, মানবরূপী কোন দানব না থাকুক। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরিবার ঠিক করে ঐসব মানবরূপী দানবদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মযবূত করতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন। এক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুন্দর পরিবার গঠন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

পরিবার নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা পরিবারে যে শিক্ষা পায় বড় হয়ে সে ঐ শিক্ষানুযায়ী চলে। আর পরিবারে একই সঙ্গে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলেমিশে থাকে। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয় এবং একজনের দুঃখে অন্যজন অশ্রু ঝরায়। এ নিবিড় বন্ধন থাকে কেবল পরিবারের মধ্যে। ফলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকবে; স্ত্রী যখন তার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করবে; স্বামী স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করবে ও তাদের অধিকার পাবে; আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পাবে, তখন কোন স্ত্রী অধিকারের দাবীতে প্রকাশ্য রাজপথে বের হবে না, কোন স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোন সন্তানই পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না। বরং পরিবারে সবার মাঝে সুসম্পর্কের কারণে আল্লাহ্র রহমত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা বর্ষিত হ'তে থাকবে।

অপরদিকে ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হ'ল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'লে সমাজ থেকে পরকীয়া, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ-অপহরণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা ও প্রেমে ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধ নির্মূল হবে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরানোর মতো দুঃসহ জীবন-যাপন বন্ধ

হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ

পরিবার মানুষের জন্য যেমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল, তেমনি মানসিক প্রশান্তি লাভের স্থান। মানবজীবনে পরিবার তাই এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। কিন্তু পরিবার না থাকলে মানুষকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. নিরাপত্তাহীন হওয়া : পার্থিব জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যাতনা ইত্যাদির শিকার হয়ে মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়ে যায়। এ সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। অসুখে সেবা করে, বিপদে সাহায্য করে, দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দেয় এবং শোকে সমব্যথী হয়। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষের জন্য এসব পাওয়ার উপায় থাকে না। ফলে সে হয়ে পড়ে উদ্ভ্রান্ত। তার জীবনের নিরাপত্তা থাকে না।

খ. সহযোগিতা না পাওয়া : অর্থ মানব জীবনের এক আবশ্যিক বিষয়। রক্ত ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, অর্থ ছাড়া তেমনি জীবন চলে না। তাই বিভিন্ন সময়ে মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়। পরিবারের লোকেরাই সেই প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে। তাছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ কর্মক্ষম থাকে না। জীবনের সূচনাকালে যেমন সে অক্ষম ও পরনির্ভরশীল থাকে, তেমনি জীবনের শেষ বেলায় সে আবার অক্ষম ও পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। এ সময়ে পরিবারভুক্ত মানুষ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য পায়। তার সার্বিক প্রয়োজন পূরণে তারা এগিয়ে আসে। অথচ পরিবার বিচ্ছিন্ন কোন মানুষের সাহায্যে তেমন কেউ এগিয়ে আসে না।

গ. বন্ধনহীন হওয়া : পরিবারে আত্মীয়তার মধুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে কতগুলি মানুষ। যারা একে অপরের সহযোগী ও সহমর্মী, পরস্পরের বিপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ এসব সুযোগ-সুবিধা পায় না।

উল্লেখ্য যে, দেশ-কাল, সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও রীতিনীতির কারণে পরিবারের রূপ ভিন্ন হয়। কালের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবারের কাঠামো ও এর পরিধি বা

আকার-আয়তন। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গঠিত হচ্ছে একক পরিবার। দেখা দিচ্ছে এক ধরনের বন্ধনহীনতা। যা কোন জ্ঞানী মানুষের কাম্য নয়।

ঘ. নৈতিক অবক্ষয় : বর্তমানে পরিবারকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে ঘরে জ্বলছে অশান্তির আগুন। পরিবারের অশান্তির প্রভাব পড়ছে সমাজে। ডিস, সিডি, ইন্টারনেট, মোবাইল, সাইবার ক্যাফে ইত্যাদির মাধ্যমে পর্ণোছবি প্রদর্শন, ব্লাক মেইলিং, ইভটিজিং বাড়ছে মহামারীর ন্যায়। অশালীন পোশাক, রূপচর্চা, ফ্যাশন, অবাধ মেলামেশা, যত্রতত্র আড্ডা, প্রেমালাপ, মাদক, পরকীয়া, অবৈধ যৌনাচার ও সন্ত্রাসের সয়লাব চলছে সমাজের সর্বত্র। এ সকল কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে পরিবারের সাথে বাক-বিতণ্ডা, মনোমালিন্য, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানী, কিডন্যাপ ও খুন-খারাবী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এর নেতিবাচক পরিণতি হিসাবে পারিবারিক সহিংসতার বিস্তার ঘটছে। বস্তুতঃ এ ধরনের সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পুরো সমাজকে এক চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নানা অত্যাচারে অতিষ্ঠ অভিজাত পিতা-মাতা যেন যিম্মী হয়ে আছেন তরুণ-যুবক সন্তান-সন্ততির কাছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও যেন পিতামাতার মতই অসহায়। সমাজের অবক্ষয়ের কারণে যুব সমাজের কল্যাণময় অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলে। এজন্য পারিবারিক ব্যবস্থাকে সংস্কারে নযর দেয়া সকলের জন্য যরূরী।

বর্তমানে যে সকল পরিবার সন্তানের প্রতি উদাসীন, সন্তানের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করেন না, তাদের অধিকাংশের যুবক-তরুণ সন্তান-সন্ততি উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন যাপন করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। এদের মাঝে ধর্মীয় অনুশীলন, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা, পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ নেই বললেই চলে। ধনী শ্রেণী বৈধ-অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করে এবং ভোগ-বিলাসেই মত্ত থাকে অধিকাংশ সময়। সন্তান-সন্ততি চাইলেই তারা টাকা-পয়সা দিয়ে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, দামি মোবাইল, গাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েই দায়মুক্ত হয়। অন্ধস্নেহে সন্তানের কোন ভুল-ত্রুটি অভিভাবকের চোখে ধরা পড়ে না। বর্তমান সময়ের অভিভাবকগণ এসব ব্যাপারে আগের মত সিরিয়াস নন, তারা কেবল অর্থের পিছনে ছুটছেন। সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধর্মকর্ম, নীতি-নৈতিকতা তাদের

Contents

কাছে গৌণ হয়ে গেছে। সন্তান-সন্ততিকে সময় দেয়ার মত তাদের ফুরসত নেই, সন্তান-সন্ততিও তাই কথা শুনছে না। ছোট-বড় সকলে তথাকথিত প্রগতি বা উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়ায় সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত নষ্ট ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

অপর দিকে দরিদ্র শ্রেণীর সন্তানরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অশিক্ষা-কুশিক্ষা পেয়ে বেড়ে ওঠে। সন্তান একটু বড় হ'লেই তারা অর্থ উপার্জনে লাগিয়ে দেয়। এই শ্রেণী সাধারণত নিজেরাও ধর্মকর্ম করে না, সন্তানকে খুব একটা শিক্ষা দেবারও প্রয়োজন অনুভব করে না। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই শ্রেণীর সন্তানদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা বেশী থাকে। তাই এ শ্রেণীসহ সমাজের সকল শ্রেণীর পরিবারে নৈতিকতার মানোন্নয়নের মাধ্যমে অবক্ষয় রোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

ঙ. সংসার বিরাগী হওয়া : সংসার বিরাগী হওয়া বা বৈরাগ্য জীবন যাপন করার অনুমতি ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ 'আর বৈরাগ্যবাদ- তা তারা নিজেরাই নতুনভাবে চালু করেছে। আমরা তাদের উপর এ বিধান অপরিহার্য করিনি' *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। আয়াতে খ্রীষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের কথা বলা হয়েছে। এসব থেকে ইসলাম মানুষকে সাবধান করেছে। হাদীছে এসেছে, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا- 'রাসূল (ছাঃ) ওছমান ইবনু মাযঊনকে অবিবাহিত জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম'।[১১] আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ- 'নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) অবিবাহিত থাকাকে নিষেধ করেছেন'।[১২]

সুতরাং পারিবারিক জীবন পরিহার করে সংসারত্যাগী হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক তাবলীগের নামে পরিবার-পরিজনকে ফেলে রেখে এক মাস, তিন মাস, এক

---

১১. *বুখারী হা/৫০৭৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১, 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১২. *নাসাঈ হা/৩২১৩; তিরমিযী হা/১০৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৯;* ছহীহুল জামে' হা/৬৮৬৭।

বছর বা জীবন চিল্লায় বের হয়। পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে খোঁজ-খবরও থাকে না। এভাবে দ্বীন প্রচার করা নবী-রাসূলগণের পদ্ধতি নয়। অতএব এসব পরিত্যাজ্য।

চ. উদ্দেশ্যহীন জীবন : পরিবার মানুষকে একটি স্থানে ও একটি লক্ষ্যে চলতে সাহায্য করে। কখনও সে লক্ষ্যচ্যুত হ'লে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সঠিক পথে চলতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরে আনতে তৎপর হয়। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে না। সে যা ইচ্ছা তাই করে, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যায়। পারিবারিক বন্ধনহীন এই জীবন যেন হাল বিহিন নৌকার মত। সুতরাং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনকে অশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া কোন বিবেকবান মানুষের জন্য সমীচীন নয়।

পরিবারে স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্বামী পরিবারের দায়িত্বশীল। তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। এটা তার দায়িত্ব। তিনি এ সম্পর্কে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ حَتَّى يَسأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, সে তা পালন করেছে, না করেনি? এমনকি পুরুষকে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন'।[১৩] সেই সাথে স্বামীকে আদর্শ পরিবার গঠনের চেষ্টা করতে হবে। এজন্য তাকে কিছু কাজ আবশ্যিকভাবে করতে হবে, যাতে তার পরিবারের সদস্যরাও আদর্শ হিসাবে গড়ে ওঠে। স্বামীর করণীয়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বিবাহ পূর্ব করণীয় খ. বিবাহ পরবর্তী করণীয়। নিম্নে স্বামীর বিবাহ পূর্ব করণীয়গুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. বিবাহ পূর্ব করণীয় :

১. ঈমানদার ও উত্তম স্ত্রী নির্বাচন করা :

পরিবারের কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ঈমানদার নারীকে বিবাহ করা যরূরী। মুমিনা সতি-সাধ্বী নারী স্বামীর সংসার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। সাথে সাথে দ্বীনী কাজে সহায়তা করে। এজন্য মুমিনা নারীকে বিবাহ করতে আল্লাহ নির্দেশ

---

১৩. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৯১৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৭৪।

দিয়েছেন। যদি সে কুৎসিৎ অসুন্দরও হয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ-

‘আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীন নারীর চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয় আদেশক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানবজাতির জন্য স্বীয় আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।

নারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ‘নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে (১) তার সম্পদ (২) বংশ মর্যাদা (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) তার দ্বীনদারির কারণে। এর মধ্যে তুমি দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে তুমি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে’।[১৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ- ‘তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধার্মিকতা সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহ’লে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে’।[১৫] সুতরাং দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করতে হবে।

---

১৪. বুখারী হা/৫০৯০; ‘বিবাহ’ অধ্যায়।

১৫. তিরমিযী হা/১০৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭; ইরওয়া হা/১৮৬৮, ছহীহাহ হা/১০২২, সনদ হাসান।

আর মুমিনা উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া ও আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ 'তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর'।[১৬]

উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য

মুমিনা হওয়ার পরও নারীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে উত্তম স্ত্রী হিসাবে গণ্য হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. সতী-সাধ্বী, অনুগত ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী :

সেই উত্তম নারী যে সতী-সাধ্বী ও অনুগত এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ 'অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরটি স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ তথা সে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি মেনে চলে, তাঁর ইবাদত নিয়মিত আদায় করে এবং দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলি পালনে অলসতা করে না। এসবই আল্লাহ্র অনুগত হওয়ার পরিচায়ক। স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত গুণ তথা স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার হক আদায় করে এবং তার সন্তানাদি ও সম্পদ হেফাযত করে। আর নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ 'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে'।[১৭]

নারীর লজ্জাস্থান হেফাযত করা তার সবচেয়ে বড়গুণ। কারণ এর দ্বারা বিপর্যয়-বিশৃংখলার পথ বন্ধ হয়। আর এর অভাবে সংসারে সর্বপ্রকার

---

১৬. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯;মিশকাত হা/৫২৯৮।

১৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩১, ২৪১১; মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ ছহীহ।

অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রবেশ করে এবং পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের হেফাযত নারীর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। তাই যে নারী তার নিজের কল্যাণ কামনা করে সে যেন নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীয় কথা-কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করে। সেই স্বামীর অনুগত থাকবে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে ও স্বামীর হক আদায়ে সদা তৎপর থাকবে।

খ. দ্বীন ও ঈমানের কাজে সহযোগী :

মুমিন নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হবে। নেকীর কাজে উৎসাহিত করবে এবং পাপের কাজে বাধা দিবে; এটাই হবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

‘আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান’ *(তওবা ৯/৭১)*। মুমিনা নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অভিহিত করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ (الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أُنْزِلَ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ. لَوْ عَلِمْنَا أَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ.

ছাওবান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক

Contents

আযাবের সুসংবাদ দাও' *(তওবা ৯/৩৪)*, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। কোন কোন ছাহাবী বলেন, এ আয়াতটি সোনা ও রূপার সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন সম্পদ উৎকৃষ্ট আমরা তা জানতে পারলে তা জমা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উৎকৃষ্ট সম্পদ হ'ল (আল্লাহ তা'আলার) যিকরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।[১৮]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ– 'তোমাদের লোকেরা যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী'।[১৯]

গ. প্রেম-ভালবাসা বিনিময়কারিণী :

স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকা পরিবারে শান্তি বজায় থাকার অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী হওয়া যরূরী। এতে অন্য নারীর প্রতি স্বামীর মনে কখনো কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না এবং তার বিপথগামী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। আর এ ধরনের নারীর জন্যই জান্নাত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لاَ أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى–

'তোমাদের জান্নাতী রমণীগণ হচ্ছে যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও স্বামীর নিকটে বারবার আগমনকারিণী। স্বামী ক্রুদ্ধ হ'লে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'।[২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, هٰذِهِ يَدِيْ فِيْ يَدِكَ لاَ أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى 'এই আমার হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখছি, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট

---

১৮. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬; ছহীহাহ হা/২১৭৬।
১৯. তিরমিযী হা/৩০৯৪; মিশকাত হা/২২৭৭, সনদ ছহীহ।
২০. ছহীহুল জামে' হা/২৬০৪; ছহীহাহ হা/২৮৭।

না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখ মুদিত করব না'।[২১] অর্থাৎ আমি ঘুমাব না, আরাম-আয়েশ করব না।

ঘ. স্বামীকে মুগ্ধকারিণী :

উত্তম স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজের প্রতি স্বামীকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেটা কয়েকভাবে হতে পারে। নিজের আকার-আকৃতিকে কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর করা। স্বামীর সামনে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সর্বদা স্বামীকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেই সাথে স্বামী যে ধরনের পোশাক পসন্দ করে সেগুলো পরিধান করা কেবল স্বামীর নযর কাড়ার জন্য। আচার-ব্যবহারে সর্বদা খোশ মেজাযী ও হাসি-খুশী থাকা। কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা মিষ্টি হাসিতে স্বামীর মন জয় করে নেওয়া। স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তার অনুগত থাকা এবং তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে কোন প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করা। ঐসব বিষয়ে হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. 'কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়; যখন সে নির্দেশ দেয়, তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না'।[২২] অর্থাৎ নিজে স্বামীর অপসন্দনীয় কাজ করবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ খরচ করবে না।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ 'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত

২১. *ছহীহাহ হা/৩৩৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪১।*
২২. *নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।*

করে’।[২৩]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সব কিছুই হবে স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে নারী স্বামীর জন্য নিজেকে মোহনীয় ও সুসজ্জিত করে না। বরং সে নিজেকে সুশোভিত করে কেবল বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য বা কোন পার্টি ও উৎসবে অংশগ্রহণ কিংবা কোন বিশেষ কারো বাড়ীতে গমনের জন্য। পক্ষান্তরে স্বামীর কাছে যখন থাকে তখন অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে থাকে, চুল থাকে এলোমেলো ও অপরিপাটি, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য খারাপ গুণ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফলে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে।

ঙ. বিপদাপদে সান্ত্বনা দানকারিণী :

মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও অসুখ-বিসুখে অনেক সময় মুষড়ে পড়ে। এসময় তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আদর্শ ও গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ’ল বিপদে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও ধৈর্য ধারণে সাহায্য করা। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, خَيْرُ نِسائِكُمُ الوَلُوْدُ الوَدُوْدُ الْمُوَاسِيَةُ الْمُوَاتِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হ’ল যারা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, সান্ত্বনাদানকারিণী ও (স্বামীর) অনুগতা যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে’।[২৪] এক্ষেত্রে প্রথম অহী নাযিলের প্রাক্কালে উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদত্ত সান্ত্বনাবাণী বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুকরণীয়।[২৫] অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম (রাঃ) কর্তৃক তার স্বামীকে প্রদত্ত সান্ত্বনার শিক্ষণীয় ঘটনাটি স্মর্তব্য। ঘটনাটি হ’ল এরূপ- তাদের একটি ছেলে মারা গেল। উম্মু সুলাইম পরিবারের সদস্যদের বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত তাকে সন্তান মৃত্যুর কথা কেউ বলবে না। আবু ত্বালহা আসলে তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। তিনি পানাহার করলেন। এরপর সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে পেশ করলেন। স্বামী আবু ত্বালহা পরিতৃপ্ত হ’লে তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত

---

২৩. আবুদাঊদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৪৩।
২৪. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৩০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।
২৫. বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১।

ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহ'লে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আপনার আছে কি? আবু ত্বালহা উত্তর দিলেন, না। উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার ছেলেকে সেই আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পুণ্য বিবেচনা করুন। এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,. بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ غَابِرِ لَيْلَتِكُمَـــا 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গত রাতের মিলনে বরকত দান করুন'। এরপর উম্মে সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[২৬]

চ. স্বামীর চাহিদা পূরণকারিণী :

গুণবতী স্ত্রী সদা স্বামীর সেবা-যত্ন ও তার সার্বিক চাহিদা পূরণে নিয়োজিত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ– 'কোন লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন তার নিকট আসে, যদিও সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে'।[২৭]

অন্য বর্ণনায় আছে, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ– 'যখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকে সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয় যদিও সে উটের গদির উপরে থাকে'।[২৮]

উপরের হাদীছে চুলায় রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদিও কিছু সম্পদ বিনষ্ট করে হয়। পরের হাদীছে উটের উপরে থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উভয় হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা।[২৯]

ছ. স্বামীর অধিকার পূরণে অগ্রগামী :

উত্তম নারী হচ্ছে যে স্বামীর অধিকার আদায়ে কমতি করে না বরং তার খেদমতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। উম্মুল হুছাইন বিন মিহছান তার ফুফু থেকে

---

২৬. *বুখারী হা/৫৪৭০; মুসলিম হা/২১৪৪ (১০৭), 'আবু ত্বালহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*
২৭. *তিরমিযী হা/১১৬০; মিশকাত হা/৩২৫৭; ছহীহাহ হা/১২০২।*
২৮. *মুসনাদুল বাযযার; ছহীহাহ হা/১২০৩।*
২৯. মিরক্বাত, ৫/২১২৬ পৃঃ।

বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কোন প্রয়োজনে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গমন করেন। তার প্রয়োজন শেষ হ'লে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তার (স্বামীর) জন্য কেমন? তিনি বললেন, আমি অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, انْظُرِىْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ– 'লক্ষ্য কর, তার থেকে তুমি কোথায় (তার হক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে)? কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[৩০]

জ. খরচের ক্ষেত্রে স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া :

জীবন যাত্রার মান সবার সমান নয়। অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে মানুষের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে। সুতরাং স্বামীকে ভরণ-পোষণের ব্যাপারে কষ্টে নিপতিত করা আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তার আয় বুঝে ব্যয় করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী কখনোই বিলাসী, অপব্যয়ী ও সম্পদ বিনষ্টকারিনী হবে না। বরং মিতব্যয়ী হওয়া তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ قَصِيْرَةٌ تَمْشِى مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيْبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا–

'বানী ইসরাঈলের এক খাটো মহিলা দীর্ঘকায় দু'জন মহিলার সাথে চলাফেরা করত। অতঃপর সে কাঠের দু'টি পা তৈরী করে নিল এবং সোনা দিয়ে একটি আংটি প্রস্তুত করে তাতে মিশক ভরে দিল। তা হ'ল সুগন্ধিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। পরে সে ঐ মহিলাদ্বয়ের মধ্যে চলতে লাগল এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। তখন সে তার হাত দিয়ে (ইশারা করে) এভাবে বলল'।[৩১]

---

৩০. মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৩৯২; ছহীহুল জামে' হা/১৫০৯; ছহীহাহ হা/২৬১২।
৩১. মুসলিম হা/২২৫২; নাসাঈ হা/৫১৩৬।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيْرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَوِ الصِّبْغِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيْغَةِ مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيَّ، فَذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ قَصِيْرَةً، وَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا لَهُ غَلَقٌ وَطَبَقٌ، وَحَشَتْهُ مِسْكًا، وَخَرَجَتْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ أَوْ جَسِيْمَتَيْنِ، فَبَعَثُوْا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ فَعَرَفَ الطَّوِيْلَتَيْنِ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ-

'বানী ইসরাঈলের প্রথমে যে ধ্বংস হয় সে ছিল এক দরিদ্র ব্যক্তির স্ত্রী। সে তাকে পোষাকে বা অলংকারে বাড়তি খরচ করাতো। অথবা তিনি বলেন, অলংকারে। যেরূপ ধনীর স্ত্রী বাড়াবাড়ি করে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, বানী ইসরাঈলের এক খাটো মহিলা কাঠের দু'টি পা তৈরী করে নিল এবং সোনা দিয়ে একটি বড় আংটি প্রস্তুত করে তাতে মিশক ভরে দিল। আর সে দীর্ঘকায় বা মোটা দুই মহিলার সাথে বের হ'ল। লোকেরা তাদের পিছু নেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাল। সে দীর্ঘদেহী মহিলাদ্বয়কে চিনতে পারল কিন্তু কাঠের পা ওয়ালী মহিলাকে চিনতে পারল না'।[৩২]

ঝ. নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা :

আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ স্বামীর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে যে নে'মত দান করেছেন তারও সে শুকরিয়া আদায় করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'।[৩৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ. قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ-

'আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখলাম), তার অধিবাসীদের

৩২. *আহমাদ, ছহীহাহ হা/৫৯১।*
৩৩. *আবুদাউদ হা/৪৮১১; তিরমিযী হা/১৯৫৪; মিশকাত হা/৩০২৫; ছহীহাহ হা/৪১৭।*

অধিকাংশই নারী। (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় এবং তার অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করো, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, আমি কখনও তোমার নিকট হ'তে ভালো ব্যবহার পাইনি'।[৩৪]

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন,

إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِيْنَ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِيْنَ؟ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا مِنْهُ وَوَلَداً فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ.

'তোমরা নে'মতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নে'মতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বললেন, হয়তো তোমাদের কোন নারী পিতা-মাতার নিকট দীর্ঘদিন থাকে। অর্থাৎ দেরীতে বিবাহ হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বামী ও তার সন্তান দান করেন। অতঃপর সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং নে'মত অস্বীকার করে বলে, আমি কখনো তোমার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাইনি'।[৩৫] পরকালে এ ধরনের নারীর পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ– 'আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে তাকাবেন না যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না অথচ স্বামীকে ছাড়া তার চলে না'।[৩৬]

ঞ. স্বামীকে সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া :

স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كُنْتُ آمِرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ

---

৩৪. বুখারী হা/২৯; মুসলিম হা/৯০।
৩৫. আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৮; ছহীহাহ হা/৮২৩।
৩৬. হাকেম, ছহীহাহ হা/২৮৯;ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪৪।

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য আদেশ করতাম'।[৩৭] কিন্তু অনেক মহিলা বিভিন্নভাবে স্বামীকে কষ্ট দেয়। যা উচিত নয়। এর জন্য জান্নাতের হূররা তার জন্য বদদো'আ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

'যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী!) তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে আগন্তুক। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন'।[৩৮]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কাছে আল্লাহ্র হক হ'ল মানুষ কেবল তাঁর ইবাদত করবে ও তাঁর বিধান মেনে চলবে। নারীর জন্য বিশেষ নির্দেশ হ'ল সে আল্লাহ্র হকের পাশাপাশি স্বামীর হকও আদায় করবে। স্বামীর হক আদায় করলেই আল্লাহ্র হক আদায় হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ.

'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। স্ত্রী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায়ও তার সাথে যদি স্বামী সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রী তাকে বাধা দিবে না'।[৩৯]

ট. বাড়ীতে অবস্থান করা :

মহিলাদের কাজ হ'ল বাড়ীতে। তাই বাড়ীর অভ্যন্তরে থাকাই তার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

---

৩৭. আবুদাউদ হা/২১৪০; তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫, 'বিবাহ' অধ্যায়।
৩৮. তিরমিযী হা/১১৭৪; ইবনু মাজাহ হা/২০১৪; মিশকাত হা/৩২৫৮।
৩৯. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।

Contents

الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى– 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আর বাড়ীর বাইরে গেলে শয়তান তাকে বেপর্দা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে (সৌন্দর্য প্রকাশে) উদ্বুদ্ধ করে'।[৪০] তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে বাইরে যাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ، 'আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন'।[৪১]

ঠ. স্বামীর গোপনীয় বিষয় ও উভয়ের মধ্যবর্তী বিশেষ কাজ প্রকাশ না করা :

স্বামী-স্ত্রীরমাঝে সংঘটিত কার্যাবলী গোপনীয় বিষয়। তা প্রকাশ করা নির্লজ্জতা। আর একাজের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا–

'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় সর্বনিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ করে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে'।[৪২] অন্যত্র তিনি বলেন,

لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِىَ شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

'হয়তো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কৃত কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে সংঘটিত কর্ম প্রকাশ করে দেয়। লোকেরা নীরব-নিশ্চুপ থাকল। আমি

---

৪০. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯।
৪১. বুখারী হা/৪৭৯৫; মুসলিম হা/২১৭০।
৪২. মুসলিম হা/১৪৩৭; মিশকাত হা/৩১৯০।

বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল, নিশ্চয়ই নারী-পুরুষরা এসব করে। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ কর না। কেননা এরূপ কর্ম হচ্ছে শয়তানের কর্মকাণ্ডের ন্যায়। এটা এমন যেন এক শয়তান পুরুষ শয়তান নারীকে রাস্তার ওপর জড়িয়ে ধরে আর মানুষ তা দেখতে থাকে'।[৪৩]

ড. সন্তানের প্রতি স্নেহশীলা :

সন্তানের প্রতি যত্নশীল ও স্নেহময়ী নারীকে মহানবী (ছাঃ) উত্তম নারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ. 'কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে'।[৪৪]

ঢ. লজ্জাশীলা :

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[৪৫] সুতরাং উত্তম নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীলা হওয়া। পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।[৪৬]

এতদ্ব্যতীত মনে-প্রাণে স্বামীর উপদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা, স্বামীর সাথে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করা ও উচ্চ শব্দে কথা না বলা, বরং কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা, বাকবিতণ্ডা না করা, স্বামীর পিতামাতা ও ভাই-বোনদের প্রতি ইহসান করা ইত্যাদি উত্তম ও গুণবতী নারীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

নিন্দিত নারী

মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন *(ইসরা ১৭/৭০)*। কিন্তু তাদের বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির কারণে কেউ হয় নন্দিত, কেউ হয় নিন্দিত। আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যারাও তাদের কিছু অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজে নিগৃহীত ও নিন্দিত হয়। পরিবার ও সমাজে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা

---

৪৩. আহমাদ, ইরওয়া ৭/৭৪; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৭১, সনদ হাসান।
৪৪. বুখারী হা/৩৪৩৪, ৫০৮২, ৫৩৬৫; মুসলিম ৪৪/৪৯ হা/২৫২৭; মিশকাত হা/৩০৮৪।
৪৫. বুখারী হা/২৪, ৬১১৮; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৫০৭০।
৪৬. বুখারী হা/৩৪৮৪, ৬১২০; মিশকাত হা/৫০৭২।

বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘটে যায় বহু বিপর্যয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা। ঐসব নিন্দিত নারী থেকে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيْبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ رِبًا، وَمِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِيْ وَقَلْبُهُ تَرْعَانِيْ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا–

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে; এমন স্ত্রী থেকে যে বার্ধক্য আসার পূর্বেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেয়; এমন পুত্র সন্তান থেকে যে আমার উপর মাতব্বরি করে; এমন সম্পদ থেকে যা আমার আযাবের কারণ হয় এবং এমন ধোঁকাবাজ বন্ধু থেকে যার চোখ আমাকে দেখে আর তার অন্তর আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। যদি সে ভাল কিছু দেখে, তাহ’লে তা গোপন করে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা প্রচার করে’।[৪৭]

এখানে নিন্দনীয় নারীদের কিছু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হ’ল-

ক. স্বামীর অবাধ্যতা করা :

স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন স্ত্রী স্বামীর কথা শুনতে চায় না। স্বামীকে বাধ্য করে তার কথা মত চলতে। কখনো নিজের একরোখা মেজায ও গোঁড়ামির কারণে, কখনও নিজের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে, কখনও পিতামাতার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সচ্ছল অবস্থার কারণে এরূপ হয়ে থাকে। যে কারণেই হোক না কেন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ’লে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اِثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُءُوْسَهُمَا عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ–

‘দুই ব্যক্তির ছালাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না। ১. মনিবের নিকট থেকে পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ২. ঐ মহিলা যে তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, যতক্ষণ না সে তার আনুগত্যে ফিরে আসে’।[৪৮]

৪৭. তাবারানী, ছহীহাহ হা/৩১৩৭।
৪৮. তাবারাণী, ছাগীর; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৮, ১৯৪৮; ছহীহাহ হা/২৮৮।

তবে এ আনুগত্য হবে শারঈ সীমারেখার মধ্যে। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।[৪৯] কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কথামত চলতে গিয়ে বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে পড়ে। শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিমূলক বিভিন্ন কাজ করে বসে, যা আদৌ ঠিক নয়। এভাবে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ-

‘যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচাতে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন’।[৫০]

খ. স্বামীকে রাগান্বিত করা :

অনেক মহিলা স্বামীর অপসন্দনীয় কাজগুলি বেশী বেশী করে স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা তাকে রাগান্বিত করার জন্য। স্বামী তার প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাযথভাবে প্রদান করলেও সে যেন খুশি হ’তেই চায় না। কোন কিছুর বিনিময়েই ঐসব মহিলা তাদের বদঅভ্যাস ত্যাগ করে না। বরং স্বামীকে রাগানো ও তাকে কষ্ট দেওয়াই যেন তার মূল কাজ। তার মাথায় যেন এ চিন্তাই সদা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, কোন কাজ করলে স্বামী রেগে যাবে ও কষ্ট পাবে, সেটাই সে করে থাকে। এসব নারীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ- ‘তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কান অতিক্রম করে না। অর্থাৎ কবুল হবে না *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২৯০)*। ১. পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ২. এমন মহিলা, যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপরে রাগান্বিত থাকে। ৩. ঐ ইমাম, জনগণ যাকে অপসন্দ করে’।[৫১]

---

৪৯. ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫২০।
৫০. তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহাহ হা/২৩১১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০৯৭।
৫১. তিরমিযী হা/৩৬০; মিশকাত হা/১১২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৮৭, সনদ হাসান।

গ. বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া :

কোন কোন মহিলা স্বামীর দুরবস্থার কারণে বা পরপুরুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ায় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে চায় না। ফলে সে স্বামীর কাছে তালাক চায়। অথচ কেবল শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মহিলা স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে না। এরপরেও কোন মহিলা বিনা কারণে তালাক চাইলে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। এ ধরনের মহিলাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِىْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّــةِ. ‘যে মহিলা বিনা কারণে তার স্বামীর নিকটে তালাক্ব চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম’।[৫২]

ঘ. বেপর্দা চলাফেরা করা :

পর্দা ইসলামে ফরয। ছালাত-ছিয়াম পালন না করলে যেমন আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে, তেমনি পর্দা পালন না করলেও আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। কিন্তু বহু মহিলা পর্দা না মেনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। ফলে তারা ধর্ষণ-অপহরণ ও উত্যক্তকরণের শিকার হয়। এরপরও তারা পর্দা করে না। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় দীর্ঘ লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ

৫২. আবুদাউদ হা/২২২৬; তিরমিযী হা/১১৮৭; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫; মিশকাত হা/৩২৭৯, সনদ ছহীহ।

Contents

করবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হ'তে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'।[৫৩] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা হচ্ছে ঐসব মহিলা যারা পর্দা করে না। বরং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ-

'তোমাদের নারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট হ'ল যারা পর্দাহীনা অহংকারিণী। আর তারা হ'ল মুনাফিক নারী। তাদের মধ্য হ'তে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেবল সাদা পা বিশিষ্ট কাকের ন্যায় ব্যতীত' (অর্থাৎ অল্প সংখ্যক)।[৫৪]

অনেক মহিলা স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়। তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، '(ধ্বংসে নিপতিত) তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কর না।...আর ঐ নারী যার স্বামী অনুপস্থিত। কিন্তু সে (স্বামী) তার দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করে। অথচ সে (স্ত্রী) তার স্বামীর পরে (অনুপস্থিতিতে) বেপর্দায় চলে'।[৫৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ঐ মহিলা, যে তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করে।[৫৬]

বর্তমানে আমাদের দেশের লোকেরা অন্যের বাড়ীতে স্বাভাবিকভাবেই ঢুকে পড়ে। কোন অনুমতির তোয়াক্কা করে না। অথচ সে বাড়ীতে মহিলারা কোন কোন সময় অপ্রস্তুত থাকে। অনেকে আবার অন্যের বাড়ীতে ঢুকে সে বাড়ীর মহিলাদের সাথে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলেও খোশগল্প করতে থাকে। মহিলারাও তাদেরকে এসবের সুযোগ দেয়। ইসলামে এসব নিষেধ। আল্লাহ বলেন,

---

৫৩. মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪।
৫৪. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হ/১৩৮৬০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।
৫৫. আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ছহীহাহ হা/৫৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৮।
৫৬. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৭; তা'লীকাতুল হাসান হা/৪৫৪১।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)' *(নূর ২৪/২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ. 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান'।[৫৭]

বেগানা মহিলাদের সাথে খোশগল্প করা নিষেধ। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ-

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হ'লে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজনশেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগূল হয়ে পড়ো না' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। রাসূলের ব্যাপারে বলা হ'লেও সকল মুসলমানের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য।

আবার সমাজে দেবর-ভাবির হাসি-তামাশা, অবাধ চলাফেরা যেন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) এসব থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন। উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ، قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ. 'তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে সাবধান

---

৫৭. তিরমিযী হা/১১৭১, ২১৬৫, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬৩; মিশকাত হা/১৩১৮।

থাক। একজন আনছার ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, 'দেবর মৃত্যু সমতুল্য'।[৫৮]

প্রকৃত পর্দা : আমাদের দেশের মানুষ প্রকৃত পর্দা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা মনে করে কেবল বোরক্বা পরে বাইরে গেলেই পর্দা রক্ষা হয়ে যায় এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে এর কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সেটা প্রকৃত পর্দা নয়। বরং পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় স্বীয় বক্ষদেশের উপর রাখে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মহিলারা দেবর-ভাসুর, চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই, বেয়াই, বোনাই সবার সাথে খোশ-গল্প,

---

৫৮. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২ 'বিবাহ' অধ্যায়।

হাসি-তামাশায় মত্ত থাকে। তারা এটাকে কিছু মনে করে না। অথচ এসব পর্দার পরিপন্থী। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى– 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ এ আয়াতে মহিলাদের বাড়ীর মধ্যে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে বাইরে যেতে হ'লে যথাযথ পর্দা পালন করেই যেতে হবে।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ– 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দেও, তারা যেন নিজেদেরকে চাদর দিয়ে আবৃত করে' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। এ নির্দেশ রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সকল মুমিন নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার পোষাক :

পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য আল্লাহ দান করেছেন। তিনি বলেন,

يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ–

'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

বস্তুত শয়তান মানুষের দেহ থেকে তার আবরণ খুলে নিয়ে মানুষকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন করতে চায়, যেমনভাবে সে প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর দেহ থেকে পোষাক খুলে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا– 'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। যেমন সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে

বের করেছিল। সে তাদের থেকে তাদের পোষাক খুলে নিয়েছিল যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে' *(আ'রাফ ৭/২৭)*।

শয়তানের ঐ নীল নক্সা বাস্তবায়নে সে সদা তৎপর। কিন্তু আদম সন্তান সেটা বুঝতে না পেরে এর বিপরীত কাজ করে। যেমন মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য বিকাশের নামে পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করে বাইরে বের হয়। এতে তাদের শরীরের বিশেষ অঙ্গ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। আর রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ– 'যখন কোন নারী যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার জন্য এটা ওটা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা বৈধ হবে না। তিনি চেহারা ও দু'কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا–

'হাফছা বিনতু আব্দির রহমান নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তার মাথায় একটা পাতলা ওড়না ছিল (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যা থেকে তার ললাট দেখা যাচ্ছিল)। আয়েশা (রাঃ) তার ওড়নাটি ছিড়ে ফেলে একটি মোটা ওড়না তাকে পরিয়ে দিলেন'।[৬০] অপর এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) তার উপর থেকে পাতলা ওড়নাটি সরিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে যা নাযিল করেছেন তা কি তুমি জান না? অতঃপর তিনি আরেকটি মোটা ওড়না তাকে পরিধান করালেন।[৬১]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) লোকদের কুবত্বী কাপড় (মিসরীয় পাতলা সাদা কাপড়) পরতে দিয়ে বললেন,

---

৫৯. আবুদাঊদ হা/৪১০৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৫; মিশকাত হা/৪৩৭২।

৬০. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৮২; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৪২০; মিশকাত হা/৪৩৭৫, সনদ ছহীহ।

৬১. জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা ১/১২৬; ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮/৪৬, সনদ ছহীহ।

Contents

لاَ تُدَرِّعُهَا نِسَاؤَكُمْ فقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ أَلْبَسْتُهَا إِمْرَأَتِي فَأَقْبَلَتْ فِي الْبَيْتِ وَأَدْبَرَتْ فَلَمْ أَرَهُ يَشِفُّ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُّ-

'এ কাপড়গুলো তোমাদের স্ত্রীদেরকে পরাবে না। তখন একজন লোক বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার স্ত্রীকে তা পরিয়েছিলাম। অতঃপর বাড়িতে সে আমার সামনে ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু তা এত পাতলা মনে হয়নি যার উপর থেকে ভিতর দেখা যায়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তা অতি পাতলা নাও হয়, কিন্তু তা দেহের আকৃতি প্রকাশ করে'।[৬২] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمَ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِلاَّ يَشِفَّ يَصِفُ- 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কুবত্বী কাপড় পরিধান করাবে না। কেননা যদিও সেটার উপর থেকে ভিতর প্রকাশ না পায়, কিন্তু তা দেহের আকৃতি প্রকাশ করে'।[৬৩]

অরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ بِكَسْوَةٍ مِنْ ثِيَابِ مَرْوِيَّةٍ وَقُوهِيَّةٍ رِقَاقٍ عِتَاقٍ بَعدَمَا كَفَّ بَصَرُهَا، قَالَ: فَلَمَسَتْهَا بِيَدِهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أُفٍّ رَدُّوْا عَلَيْهِ كِسْوَتَهُ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا أُمَّه إِنَّهُ لاَ يَشِفُّ. قَالَتْ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَشِفُّ فَإِنَّهَا تَصِفُ-

'মুনযির ইবনু যুবায়ের ইরাক থেকে ফিরে আসমা বিনতু আবী বকর (রাঃ)-এর নিকট কিছু পুরাতন পাতলা মারবীহ অকূহিয়াহ কাপড় পাঠালেন। তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাবী বলেন, তিনি কাপড়গুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, আফসোস! তোমরা তার কাপড় ফেরৎ দাও। রাবী বলেন, এটা মুনযিরের কাছে পীড়াদায়ক হ'লে তিনি বললেন,

৬২. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৮০; ইবনু আবী শায়বা হা/২৫২৮৮; জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, পৃঃ ১২৮, সনদ ছহীহ।*

৬৩. *ইবনু আবী শায়বা হা/২৫২৮৯; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২১৪২; ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার ৪/১০; কানযুল উম্মাল হা/৪২০৩১, সনদ ছহীহ।*

হে মা! এটা (শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার মত) অতি পাতলা নয়। তখন তিনি বললেন, যদি এটা অতি পাতলা নাও হয়, তবুও এটা শরীরের আকৃতি প্রকাশ করে দেয়'।[৬৪]

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَسَانِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثِيْفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِىُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِىْ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَسَوْتُهَا امْرَأَتِى. فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً، إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটা গাঢ় ঘন কুবতী পোষাক পরিয়েছিলেন যেটা তাঁকে দেহিয়া কালবী উপহার দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি সেটা আমার স্ত্রীকে পরালাম। একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার কি হ'ল তুমি কুবতী পোষাকটি পরিধান করছ না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ওটা আমার স্ত্রীকে পরিধান করিয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার নিচে গিলালাহ (সেমিজ) পরিধান করে। কেননা আমি তার হাড়ের (দেহের) আকৃতি প্রকাশের আশংকা করছি'।[৬৫] অথচ আজকাল মহিলারা এমন পাতলা ও টাইট ফিটিং পোষাক পরিধান করে যাতে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। মুমিন নারীদের এ ধরনের পোষাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

সাজসজ্জা করে ও সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া পর্দার পরিপন্থী : বর্তমানে অনেক মহিলা কোথাও যাওয়ার প্রাক্কালে সুসজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে বের হয়। নিজ বাড়ীতে স্বামীর সামনে সাধারণ পোষাক পরিধান করলেও অন্যত্র যায় সেজেগুজে। কড়া পারফিউম, চড়া মেকাপ মেখে আর জিপসী

---

৬৪. ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮/২৫২; ইউসুফ কান্ধলবী, হায়াতুছ-ছাহাবা ৪/১০৩; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ৬০/২৯০; জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, পৃঃ ১২৭, সনদ ছহীহ।

৬৫. আহমাদ হা/২১৮৩৪; মু'জামুল কাবীর হা/৩৭৬; জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, পৃঃ ১৩১, সনদ হাসান।

টাইপের পোষাক পরে নিজেকে ডানাকাটা পরি সদৃশ সাজিয়ে পেটের ভাজ ও শরীরের খাজ প্রদর্শন করে রাস্তায় হেলে-দুলে চলে। এদের না আছে লজ্জা-শরম, না আছে পরকালের ভয়। জান্নাত এসব নারীদের জন্য হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سَيَكُوْنُ فِىْ آخِرِ أُمَّتِىْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُتَمَيِّلَاتٌ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَرِيْحُهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ–

'আমার উম্মতের শেষ সময়ে নারীরা নগ্ন-উলঙ্গ পোষাক পরিধান করবে। তারা নিজেরা অন্যকে তাদের প্রতি আকর্ষণ করবে (এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকর্ষিত হবে)। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও এর সুঘ্রাণ পাঁচশ' বছর পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়'।[৬৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কূঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬৭]

যারা সেন্ট, বডি স্প্রে, আতর ইত্যাদি মেখে বাইরে যায়, এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ 'যে নারী সুগন্ধি মেখে লোকদের পাশ দিয়ে এ উদ্দেশ্যে অতিক্রম করে যে, তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায়, তাহ'লে সে ব্যভিচারী'।[৬৮]

মহিলারা ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার সময়ও তাদের জন্য সুগন্ধি মেখে যাওয়া নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِهِ تَعْصِفُ رِيْحُهَا فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ الْمَسْجِدُ تُرِيْدِيْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ فَارْجِعِى فَاغْتَسِلِىْ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيْحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ–

---

৬৬. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৮৪; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৮০০, সনদ ছহীহ।
৬৭. মুসলিম হা/২১২৮; ছহীহাহ হা/১৩২৬; মিশকাত হা/৩৫২৪, সনদ ছহীহ।
৬৮. নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭০১।

'একজন মহিলা তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তার থেকে তীব্র সুগন্ধি বের হচ্ছিল। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে বললেন, হে শক্তিধর আল্লাহ্‌র বান্দী! তুমি মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি (বাড়িতে) ফিরে গিয়ে গোসল কর। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে নারী মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ'ল, আর তার থেকে সুঘ্রাণ বের হ'তে থাকল, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তার ছালাত কবুল করবেন না যতক্ষণ না সে বাড়িতে গিয়ে গোসল করবে'।[৬৯]

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) মহিলাদেরকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيْبًا– 'তোমাদের মধ্যে যে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ'ল সে যেন অবশ্যই সুগন্ধির নিকটবর্তী না হয়'।[৭০]

ঙ. অন্যের গৃহে স্বীয় বস্ত্র উন্মোচনকারিণী :

অনেক মহিলা আছে যারা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে যায়। পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। আর তার দ্বারা নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا. 'যে মহিলা স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) পোশাক খুলল, সে তার ও তার রবের মধ্যকার পর্দাকে ছিন্ন করে ফেলল'।[৭১]

এমনকি স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে রাত্রি যাপন করাও নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ– 'সাবধান! কোন পুরুষ যেন কখনও কোন অকুমারী (গায়ের মাহরাম) নারীর সাথে রাত্রি যাপন না করে। তবে যদি সে বিবাহিত হয় (এবং তার স্ত্রী সাথে থাকে) বা সে মাহরাম হয় তাহ'লে ভিন্ন কথা'।[৭২]

---

৬৯. সুনানুল কুবরা হা/৫১৫৮; আবু ইয়া'লা হা/৬৩৮৫; জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, পৃঃ ১২৭, সনদ ছহীহ।

৭০. নাসাঈ হা/৫১৩১; ছহীহুল জামে' হা/৫০১; ছহীহাহ হা/১০৯৪।

৭১. মুসনাদ আহমাদ হা/২৬৬১১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭১।

৭২. মুসলিম হা/২১৭১; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৯৯; ছহীহাহ হা/৩০৮৬।

Contents

চ. অন্যকে স্বামীর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দানকারিণী :

নারী নিজে যেমন স্বামীর সম্পদ হেফাযত করবে, তেমনি নিজের ইয্যত-আব্রুও রক্ষা করবে। সাথে সাথে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ–

‘স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম পালন করা বৈধ নয় এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্যকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত তার কোন সম্পদ থেকে দান করে, তাহ’লে স্বামী তার অর্ধেক ছওয়াব পাবে’।[৭৩]

ছ. ব্যভিচারিণী :

যেনা-ব্যভিচার এক জঘন্য ও ঘৃণিত পাপাচার। এতে যারা লিপ্ত হয় তারা যেমন সমাজে নিগৃহীত হয়, তেমনি পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। মুমিন সাধারণত ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করবে না। আল্লাহ বলেন,

الزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

‘ব্যভিচারী পুরুষ বিয়ে করতে পারে না ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ব্যতীত। (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী নারী বিয়ে করতে পারে না ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত (যে ব্যভিচারকে হারাম মনে করে না)। মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে’ *(নূর ২৪/৩)*। সাধারণ মুমিনদের উপর উক্ত বিবাহ হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ তারা তওবা না করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যদি তওবা করে তাহ’লে উক্ত নারী বা পুরুষের সাথে সাধারণত মুমিন পুরুষ বা নারীর সাথে বিবাহ সিদ্ধ হবে, অন্যথা বৈধ নয়।[৭৪]

---

৭৩. বুখারী হা/৫১৯৫; মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।
৭৪. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, মাহাসীনুত তাবীল, ৭/৩২৪।

জ. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী :

নারী-পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আকার-আকৃতি ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল। কিন্তু কোন কোন মহিলা চুল ছোট করে এবং পুরুষের পোষাক পরিধান করে পুরুষের বেশ ধারণ করে। পরকালে এদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ،

'রাসূল (ছাঃ) সেসব মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে'।[৭৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন, যে মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন, যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে'।[৭৬]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ. 'নবী করীম (ছাঃ) হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন'।[৭৭]

আবূ মুলায়কা (রাঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাঃ)-কে বলা হ'ল- إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ– 'একটি মেয়ে (পুরুষের) জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[৭৮]

---

৭৫. বুখারী হা/৫৮৮৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৪৪২৯।
৭৬. আবূদাঊদ হা/৪০৭৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯, হাদীছ ছহীহ।
৭৭. বুখারী হা৫৮৮৬, ৬৮৩৪; মিশকাত হা/৪৪২৮।
৭৮. আবূদাঊদ হা/৪০৯৯; মিশকাত হা/৪৪৭০, হাদীছ ছহীহ।

এ ধরনের মহিলা জান্নাতে যেতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَّجُلَةُ النِّسَاءِ– ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী বা দাইয়ূছ (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী’।[৭৯]

ঝ. পরচুলা ব্যবহারকারিণী ও উল্কিকারিণী :

এক শ্রেণীর মহিলা নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে নিজ দেহে উল্কী করায় এবং নিজের অল্প চুলের সাথে নকল চুল বা পরচুলা ব্যবহার করে, যাতে চুল বেশী ও লম্বা দেখা যায়। এ ধরনের কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. ‘নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে নারী চুলে জোড়া লাগায় এবং অন্যদের দ্বারা লাগিয়ে নেয়, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে এবং অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন’।[৮০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى. ‘আল্লাহ তা‘আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁত সমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায়’।[৮১]

ঞ. গান-বাজনায় অভ্যস্ত নারী :

কোন কোন নারী গান-বাজনায় আসক্ত। গান শুনে নিজেও গুনগুন করে গাইতে থাকে। কেউবা গানের তালে তালে নাচতে থাকে। গান-বাজনা না শুনে তারা থাকতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব নারী নিকৃষ্ট। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ

---

৭৯. নাসাঈ হা/২৫৬২; ছহীহাহ হা/১৩৯৭।
৮০. বুখারী হা/৫৯৩৩, ৫৯৩৭; মুসলিম হা/২১২৪; মিশকাত হা/৪৪৩০; ‘পোশাক’ অধ্যায়।
৮১. বুখারী হা/৪৮৮৬, ৫৯৩৯; মুসলিম হা/২১২৫; মিশকাত হা/৪৪৩১।

وَالْخَمْرَ وَالْمَعَـــازِفَ ‘অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, মাদক দ্রব্য ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’।[৮২] অথচ আল্লাহ তা‘আলা এগুলোকে হারাম করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,.إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ والكُوْبَةَ. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন’।[৮৩]

২. অভিভাবকের অনুমতি :

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি অতীব যরূরী। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ ‘অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ নেই’।[৮৪] তিনি আরো বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ-

‘যদি কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। এইরূপ অবৈধ পন্থায় বিবাহিত নারীর সাথে সহবাস করলে তাকে মোহর দিতে হবে। কারণ পুরুষ মোহরের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে। যদি ওলীগণ বিবাদ করেন, তবে যার ওলী নেই তার ওলী দেশের শাসক’।[৮৫]

সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতামাতা বা অভিভাবকের। সেই সাথে তাদেরকে সুশিক্ষা দান ও আদব-কায়েদা শিক্ষা দেওয়া পিতামাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হ’লে যথাযোগ্য স্থানে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতামাতা বা অভিভাবকের অন্যতম দায়িত্ব। প্রসঙ্গত

---

৮২. বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩।

৮৩. আবুদাউদ হা/৩৬৯৬; মিশকাত হা/৪৫০৩; ছহীহাহ হা/২৪২৫।

৮৪. আবুদাউদ হা/২০৮৫; তিরমিযী হা/১১০১; ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ।

৮৫. আবুদাউদ হা/২০৮৩; তিরমিযী হা/১১০২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; মিশকাত হা/৩১৩১।

Contents

উল্লেখ্য যে, শারঈ অভিভাবক হ'ল পিতা, দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি। তবে পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ ওলী বা অভিভাবক হ'তে পারবে না। আবার কোন মহিলাও কারো ওলী হ'তে পারে না।[৮৬]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا– 'কোন নারী কোন নারীর বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে বিবাহ করতে পারে না। কোন নারী নিজেই বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হবে'।[৮৭]

৩. পাত্র-পাত্রীর সম্মতি :

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বা বর-কনে হ'ল মূল। যারা সারা জীবন এক সাথে ঘর-সংসার করবে। সেকারণ বিবাহের পূর্বে তাদের সম্মতি থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন ছেলে-মেয়ের অসম্মতিতে তাদেরকে বিবাহ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهاً– 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে' *(নিসা ৪/১৯)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. 'বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি'।[৮৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِىْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا– 'যুবতী-কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পিতাকে তার অনুমতি নিতে হবে। আর তার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা'।[৮৯]

---

৮৬. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৭৩ পৃঃ।

৮৭. ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৬; হাদীছ ছহীহ।

৮৮. বুখারী হা/৫১৩৬; মুসলিম হা/১৪১৯; মিশকাত হা/৩১২৬ 'বিবাহে অভিভাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ।

৮৯. মুসলিম হা/১৪২১; নাসাঈ হা/৩২৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭০; মিশকাত হা/৩১২৭।

বিবাহের প্রস্তাব শুনার পর কুমারী মেয়ে চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু অকুমারী মহিলার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অকুমারী মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওলীর থেকে অধিক হকদার'।[৯০] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলার সম্মতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৯১]

এছাড়াও কোন মেয়েকে অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে।[৯২]

৪. পাত্র-পাত্রীর সমতার দিকে লক্ষ্য রাখা :

দ্বীনদারী, পরহেযগারিতা, বংশমর্যাদা ও আর্থিক দিক সহ বিভিন্ন দিকে সমতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা যরূরী। বিশেষত দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে সমতা না থাকলে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِمْ– 'তোমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো'।[৯৩] তবে বিবাহে সমতা হবে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে। যেমন আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ولكن يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط 'তবে জানা আবশ্যক যে, সমতা হচ্ছে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে'।[৯৪]

৫. বিবাহের প্রস্তাব :

বর অথবা কনে যে কোন এক পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফছা (রাঃ) খুনায়স ইবনু হুযাইফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হ'লে, (যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন)। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং

---

৯০. মুসলিম হা/১৪২১, তিরমিযী, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৫।

৯১. বুখারী হা/৫১৩৮, মিশকাত হা/৩১২৮।

৯২. বুখারী হা/৬৯৪৫; আবুদাউদ হা/২০৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৫; মিশকাত হা/৩১৩৬; বুলূগুল মারাম হা/৯৮৮।

৯৩. ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭; ছহীহুল জামে' হা/২৯২৮।

৯৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭-এর আলোচনা দ্র.।

হাফছাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, এখন আমি যেন তাকে বিবাহ না করি। ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি চান তাহ'লে আপনার সঙ্গে ওমরের কন্যা হাফছাকে বিবাহ দেই। আবুবকর (রাঃ) নীরব থাকলেন, প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি ওছমান (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হ'লাম। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) হাফছাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে হাফছাকে বিবাহ দিলাম'।[৯৫] অন্য এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে'?[৯৬]

বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই মহিলাকে অন্য কেউ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কি-না? কেউ প্রস্তাব দিয়ে থাকলে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) (ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) একজনে দর-দাম করলে অন্যকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবক তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয় বা তাকে অনুমতি দেয়'।[৯৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. 'কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে দেয়'।[৯৮]

৬. পাত্র-পাত্রী দেখা :

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী উভয়ে একে অপরকে দেখে নেওয়া উচিত। যাতে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়। মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, هَلْ

---

৯৫. বুখারী হা/৫১২২।
৯৬. বুখারী হা/৫১২০।
৯৭. বুখারী হা/৫১৪২; মুসলিম হা/১৪১২; বুলূগুল মারাম হা/৯৭৮।
৯৮. বুখারী হা/২১৪০, ৫১৪৪; মুসলিম হা/১৪০৮; মিশকাত হা/৩১৪৪।

Contents

نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ لاَ، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. 'তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।[৯৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল যে, সে আনছারী একটি মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِىْ عُيُوْنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا– 'তাকে কি দেখেছ? কেননা আনছারদের চোখে দোষ থাকে'।[১০০]

আমাদের সমাজে পাত্রী দেখার জন্য পাত্রের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন মিলে ছোট-খাট একটি দল পাত্রীর বাড়ীতে যায়। তারা পাত্রীকে সবার সামনে বসিয়ে মাথার কাপড় সরিয়ে, দাঁত বের করে, হাঁটিয়ে দেখে। এরপর সকলে মিলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ছোট-বড় একটি ইন্টারভিউ নিয়ে ফেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাসি-ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। সমাজে পাত্রী দেখার এই প্রচলিত পদ্ধতি শরী'আতসম্মত নয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র ব্যতীত অন্যদের এভাবে পাত্রী দেখা চোখের যেনার শামিল। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর পরহেযগারিতাকে না দেখে তার রূপ-লাবণ্য, বংশ ও সম্পদ দেখেই বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম পাত্রের উচিত রূপ, বংশ ও সম্পদের চেয়ে পাত্রীর দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া। পরিপূর্ণ দ্বীনদারী পাওয়া গেলে অন্য গুণ কম হ'লেও দ্বীনদার মহিলাকেই বিবাহ করা উচিত, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে।

অনেক সময় পাত্রী দেখার নাম করে ছেলে-মেয়ের নির্জনে সময় কাটানো, পার্কে বসে আলাপ করা, হবু বধূকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ– 'কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে'।[১০১] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ 'যখন

৯৯. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১০৭।
১০০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮।
১০১. বুখারী হা/৩০০৬।

Contents

কোন পুরুষ-মহিলা নির্জনে একত্রিত হয়, তখন তৃতীয়জন হিসাবে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয়'।[১০২]

৭. সুন্নাতী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা :

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শরী'আতসিদ্ধ দাম্পত্য জীবনে জান্নাতের সুখ-শান্তির ছোয়া মেলে। তাই বিবাহ অনুষ্ঠান সুন্নাতী তরীকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, বেপর্দা, অশ্লীলতা, অপচয়, যৌতুক ইত্যাদি শরী'আত বিগর্হিত কাজ দেখা যায়। এতে বিবাহ নামক ইবাদতের ছওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয় বর-কনে ও সংশ্লিষ্ট সকলে। আর তাদের দাম্পত্য জীবনে শুরু হয় ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও অশান্তি। অথচ বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي-

'যে ব্যক্তি বিবাহ করল, সে অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল। অতএব বাকী অর্ধেকে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে'।[১০৩]

বিবাহ পড়ানোর শারঈ পদ্ধতি হ'ল প্রথমে একজন বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন।[১০৪] এরপর মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বরের সামনে মেয়ের পরিচয় ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবেন। এসময় দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন। তখন বর সরবে 'কবুল' অথবা 'আমি গ্রহণ করলাম' বলবেন। এরূপ তিনবার বলা উত্তম।[১০৫] শুধু বরকেই কবুল বলাতে হবে। কনের নিকট থেকে কনের অভিভাবক শুধু অনুমতি নিবেন। বর বোবা হ'লে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে ইশারা বা লেখার মাধ্যমেও বিবাহ সম্পন্ন হ'তে পারে।[১০৬]

বিবাহের খুৎবা নিম্নরূপ-

---

১০২. তিরমিযী হা/১১৭১, ২১৬৫; ছহীহাহ হা/৪৩০; মিশকাত হা/৩১১৮।

১০৩. মিশকাত হা/৩০৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৮; ছহীহাহ হা/৬২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৬।

১০৪. সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ ১৯৯৮খ্রিঃ), ২/১৫৩।

১০৫. বুখারী হা/৯৫, মিশকাত হা/২০৮।

১০৬. শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৪৪ পৃঃ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ (آل عمران ١٠٢)، يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً (النساء ١)، يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً (الأحزاب ٧٠)-[১০৭]

অতঃপর বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলবেন।

আমাদের সমাজে কবুল বলানোর জন্য কাযী বা যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বরের অনুমতি নিয়ে দু'জন সাক্ষীসহ কনের নিকট চলে যান। কাযী গিয়ে বরের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে কনেকে কবুল বলতে বলেন। কবুল বলার পর কাযী ছাহেব বরের নিকট ফিরে আসেন এবং মেয়ের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে মেয়েকে গ্রহণ করার জন্য কবুল বলতে বলেন। তিন বার কবুল বলার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ানোর এই পদ্ধতি সঠিক নয়।

৮. মোহর প্রদান করা :

সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা প্রত্যেক স্বামীর উপরে ফরয। আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' *(নিসা ৪/৪)*। তিনি আরো বলেন, فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' *(নিসা ৪/২৪)*।

১০৭. তিরমিযী হা/১১০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯২; নাসাঈ হা/১৪০৪; মিশকাত হা/৩১৪৯।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ– ‘(বিবাহে) সবচেয়ে বড় শর্ত যেটা তোমরা পূর্ণ করবে, সেটা হ’ল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর’।[১০৮] অর্থাৎ মোহর। মোহর নির্ধারণ করে তা পরিশোধ না করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، ‘যে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করল এই নিয়তে যে সে মোহর পরিশোধ করবে না, তাহ’লে সে ব্যভিচারী’।[১০৯]

মোহরানা কম হওয়ার প্রতি ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যাতে তা পরিশোধ করা সহজ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ‘উত্তম মোহর হচ্ছে যা (পরিশোধ করা) সহজ’।[১১০] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيْرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيْرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيْرَ رَحِمِهَا– ‘নিশ্চয়ই বরকতপূর্ণ মহিলা হ’ল যাকে প্রস্তাব দেওয়া সহজ, যার মোহর আদায় করা সহজ ও যার গর্ভাশয় (সন্তান ধারণে) সহজ হয়’।[১১১] অর্থাৎ যে কাজে দ্রুতগতি সম্পন্ন ও অধিক সন্তান দানে সক্ষম হয়।[১১২]

ছাহাবায়ে কেরাম বিবাহে অল্প মোহর নির্ধারণ করতেন। কারণ মোহর অধিক নির্ধারণের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ওমর (রাঃ) বলেন,

لاَ تُغَالُوْا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَت امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِىْ نَفْسِهِ وَيَقُوْلُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ.

---

১০৮. বুখারী হা/৫১৫১; মুসলিম হা/১৪১৮; মিশকাত হা/৩১৪৩।
১০৯. বায্যার, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮০৬।
১১০. বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৭৯।
১১১. মুসনাদে আহমাদ, ছহীহুল জামে‘ হা/২২৩৫; ইরওয়া ৬/৩৫০ পৃঃ।
১১২. ইযুদ্দীন, আত-তানবীর শরহুল জামে‘ইছ ছাগীর, ৪/১৪০ পৃঃ।

Contents

‘মহিলাদের মোহরের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তা যদি পার্থিব জীবনে সম্মান অথবা আল্লাহ্র কাছে তাক্বওয়ার প্রতীক হ’ত, তাহ’লে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মোহর বারো উকিয়ার[১১৩] বেশি ধার্য করেননি। কখনও অধিক মোহর স্বামীর উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এমনকি সে বলতে থাকে, আমি তোমার জন্য পানির মশক বহনে বাধ্য হয়েছি অথবা তোমার জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি’।[১১৪]

যখন আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি ফাতেমাকে (মোহরানা স্বরূপ) কিছু দাও। আলী (রাঃ) বললেন, আমার নিকট কিছু নেই। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার হুতামী বর্মটি কোথায়’?[১১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ ‘তুমি বিবাহ কর, একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হ’লেও’।[১১৬]

কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদানকে মোহর নির্ধারণ করেও বিবাহ সম্পন্ন করা যায়। সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল নবী করীম (ছাঃ) তার সম্পর্কে কোন ফায়ছালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনার বিবাহের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিবাহ দিয়ে দিন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কী? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার

---

১১৩. এক উকিয়াতে ৪০ দেরহাম। সুতরাং বারো উকিয়াতে ৪৮০ দেরহাম। দ্রঃ সুবুলুস সালাম, ২/২১৮; মিরকাত ‘মোহর’ অনুচ্ছেদ, ৫/২১০০ পৃঃ। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১০,০০০/- (দশ হাযার) টাকা।

১১৪. ইবনু মাজাহ হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/৩২০৪; ছহীহাহ হা/১৮৩৪।

১১৫. আবুদাঊদ হা/২১২৫; নাসাঈ হা/৩৩৭৫; বুলূগুল মারাম হা/১০২৯।

১১৬. বুখারী হা/৫০৩০, ৫০৮৭, ৫১২৬ ‘বিবাহ’ অধ্যায়।

Contents

কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখ, কিছু পাও কি-না। তারপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার চলে গেল। ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু এই আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। সাহল (রাঃ) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি লুঙ্গির অর্ধেক মহিলাকে দিতে চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহ'লে তার কোন কাজে আসবে না। আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। এরপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল ও নবী করীম (ছাঃ) তাকে যেতে দেখে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে গণনা করল। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী তোমার মুখস্থ আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার অধীনস্থ করে দিলাম'।[১১৭]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল আজকাল অনেকে বিবাহে মোহরানার মত ফরয কাজকে মর্যাদার বিষয় বা তালাক থেকে রক্ষার জন্য নারীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। এজন্য ছেলের সামর্থ্যের দিকে খেয়াল না করে মেয়েপক্ষ তাদের বংশমর্যাদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারণ করেন। আবার অনেকের ধারণা যে, বিবাহে মোহর বেশী ধার্য করা থাকলে ছেলেপক্ষ মেয়েকে তালাক দিতে পারবে না কিংবা তালাক দিতে চাইলে প্রচুর টাকা দিতে হবে। এই উভয় ধারণাই ইসলাম বিরোধী। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে লোকেরা এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন।[১১৮] এছাড়া কিছু না থাকায় কেবল কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে বিবাহ দিয়েছে।[১১৯] যা উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

---

১১৭. বুখারী হা/৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬; মুসলিম হা/১৪২৫; বুলূগুল মারাম হা/৯৭৯।

১১৮. ছহীহ আবুদাউদ হা/১৮৫৫।

১১৯. বুখারী হা/৫০২৯, ৫১৩২ 'কুরআন শিক্ষার উপর মোহর বাকী রেখে বিবাহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/৩২০২, 'মোহর' অনুচ্ছেদ।

Contents

উল্লেখ্য যে, কারণবশতঃ মোহর বাকী রাখা যায়। তবে সেটা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই যত দ্রুত সম্ভব তা পরিশোধ করা কর্তব্য। মোহর বাকী থাকলে সন্তান অবৈধ হবে একথা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর নির্ধারণ করলেন না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ঐ ব্যক্তি হোদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাহাবী ছিলেন। পরে তিনি খায়বরের গণীমতের অংশ পান। এ সময় তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তিনি বলেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি আমার খায়বরের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসাবে দান করলাম। যার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম'।[১২০] নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন।[১২১] তবে মোহরানা পরিশোধ না করে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেওয়ার যে রীতি সমাজে চালু আছে, তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং হাতে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে।

৯. আড়ম্বর ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করা :

(ক) বিবাহের তারিখ নির্ধারণ : বছরের নির্দিষ্ট কোন মাস বা দিনকে শুভ বা কল্যাণকর ধারণা করে সেই মাস বা দিনকে বিবাহের জন্য নির্ধারণ করা অথবা কোন মাস বা দিনকে অশুভ বা অকল্যাণকর ভেবে সেই মাস বা দিনে বিবাহ-শাদী করা থেকে বিরত থাকা শরী'আত বিরোধী। নির্দিষ্ট কোন দিনে, কারো মৃত্যু বা জন্মদিনে বিবাহ করা যাবে না মনে করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ্র কাছে বছরের প্রতিটি দিনই সমান। মানুষ তার সুবিধা অনুযায়ী যে কোন দিন নির্ধারণ করতে পারবে।

(খ) যৌতুক আদান-প্রদান : অসচ্ছলতার দোহাই দিয়ে কিংবা স্বাবলম্বী হওয়ার নাম করে মেয়ের পিতা বা অভিভাবকের নিকট থেকে যৌতুক গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، 'আর

---

১২০. আবুদাঊদ হা/২১১৭।
১২১. বুখারী হা/৫১২১; মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/৩২০২।

Contents

তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮; নিসা ৪/২৯)*।

কারো সক্ষমতা না থাকলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، 'যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে' *(নূর ২৪/৩৩)*।

আর কেউ নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার জন্য বিবাহ করার নিয়ত করলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ-

'তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব। চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে; বিবাহে আগ্রহী লোক, যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী'।[১২২]

অতএব যে কোন কারণেই হোক না কেন যৌতুক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে যৌতুক প্রদান করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। কেননা এতে পাপের কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

(গ) থুবড়া ও ক্ষীর খাওয়ানো : বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বর ও কনেকে বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে নিজ নিজ বাড়ীতে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে রাতের প্রথমাংশে মাহরাম, গায়রে মাহরাম পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী সকলে মিষ্টি, ফল-মূল ও পিঠা-পায়েস ইত্যাদি মুখে তুলে খাওয়ায়। সেই সাথে নব যুবতীরা গান গেয়ে টাকা-পয়সা আদায় করে। এসব প্রথা শরী'আতসম্মত নয়। বরং এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। আর পর্দাহীনভাবে চলাফেরা ও হাসি-ঠাট্টা থেকে যুবক-যুবতীরা যেনার দিকে ধাবিত হয়।

---

১২২. *নাসাঈ হা/৩১৬৬; তিরমিযী হা/১৬৫৫; মিশকাত হা/৩০৮৯, সনদ হাসান।*

Contents

(ঘ) এঙ্গেজমেন্ট বা আংটি পরানো : আজকাল মুসলমানদের অধিকাংশ বিবাহে আংটি পরানোর রীতি চালু আছে। যেখানে বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়ী গিয়ে তাকে আংটি পরায় বা আংটি আদান-প্রদান করায় এবং এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের। ফটো সেশন করা হয়, চলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। সমাজে এঙ্গেজমেন্ট, বাগদান বা পান-চিনি অনুষ্ঠান নামে যা করা হচ্ছে তা শরী'আতসম্মত নয়। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) একে কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

(ঙ) গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদের নামে আমাদের সমাজে বিবাহের দু'একদিন পূর্বে বরকে কনের পক্ষের যুবতী নারীরা এবং বরের ভাবী, চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোনেরা মিলে হলুদ মাখায়। অনুরূপভাবে কনেকে বরের পক্ষের লোকেরা ও তার চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইসহ অন্যান্য গায়ের মাহরাম পুরুষরা যেভাবে হলুদ মাখায় তা ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সামাজিক প্রথা মতে গায়ে হলুদে ব্যবহৃত পোশাক, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বর-কনে সাধারণত আর ব্যবহার কররে না। এছাড়া এই হলুদ মাখানোর জন্য উভয় বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়। এসব শরী'আত সম্মত নয়। তবে বর নিজে বা কোন পুরুষ ও মাহরাম মহিলা যদি হলুদ মাখিয়ে দেয় তাতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে কনে নিজে বা মহিলারা কিংবা কোন মাহরাম ব্যক্তি কনেকে শালীনভাবে হলুদ মাখিয়ে দিতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

'নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে বললেন, এটা কিসের রঙ? তিনি বললেন, আমি একটি মেয়েকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। নবী করীম

১২৩. *আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩৮।*

(ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার এ বিয়েতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হ'লেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর'।[১২৪]

উল্লেখ্য, বর্তমানে পানচিনি, কনের গায়ে হলুদ, বরের গায়ে হলুদ, আকদ বা বিবাহ, বৌভাত, ফিরানি, পালটা ফিরানি। বিবাহ উপলক্ষে এসব অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে হয়ে থাকে। আজকাল আরেকটি অনুষ্ঠান জায়গা করে নিয়েছে, তা হ'ল মেহেদি সন্ধ্যা। যেখানে বরের পক্ষের লোকেরা কনেকে মেহেদী রাগাতে আসে সাড়ম্বরে। এসবের মধ্যে আকদ বা বিবাহ ও বৌভাত বা ওয়ালীমা ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠান শরী'আত সম্মত নয়।

(চ) বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাদ্য বাজানো : বর্তমানে আমাদের সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী বিভিন্ন অশ্লীল গান-বাজনার আয়োজন করা হয়। আবার কোথাও কোথাও বাদ্যের তালে তালে নাচের আয়োজন থাকে। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব থেকেই এই নাচ-গানের আসর চলে, যা শেষ হয় বিবাহের কয়েকদিন পর। অথচ ইসলামে এই অশ্লীল গান ও বাদ্য-বাজনাকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু সম্প্রদায় হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে'।[১২৫] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوْبَةُ، 'আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া ও তবলা'।[১২৬] উল্লেখ্য, বিবাহের ঘোষণার জন্য দফ বা একমুখা ঢোল বাজানো বৈধ।[১২৭]

(ছ) মহিলা বরযাত্রী : মহিলাদের জন্য সাজসজ্জা করে বেপর্দা অবস্থায় বের হওয়া নিসিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে বিবাহের সময় মহিলারা সাজগোজ করে পাতলা কাপড় পরিধান করে পর্দাহীনভাবে বরের সাথে কনের বাড়ীতে যায়। অনুরূপভাবে কনের পক্ষের মহিলারাও বরের বাড়ীতে যায়। যাদের পরণে থাকে বিভিন্ন মিহি, পাতলা পোষাকের বাহার, অঙ্গে শোভা পায়

১২৪. বুখারী হা/৫০৭২; মুসলিম হা/১৪২৭; মিশকাত হা/৩২১০।
১২৫. বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩।
১২৬. আবুদাউদ হা/৩৬৯৬; মিশকাত হা/৪৫০৩, হাদীছ ছহীহ।
১২৭. আদাবুয যিফাফ, মাসআলাহ নং ৩৭।

বাহারী অলংকার আর গায়ে মাখা থাকে কড়া পারফিউম। কেউবা অর্ধনগ্ন পোষাক পরে বের হয়। যাত্রাপথে গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে গাড়িতে একসাথে বসে ঢলাঢলি, হাসি-তামাশা করতে করতে যাতায়াত করে। এভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, পর্দাহীনভাবে ও গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে নারীদের কোথাও যাওয়া বৈধ নয়। মহিলাদেরকে যদি একান্তই যেতে হয় তাহ'লে পর্দা মেনে শালীনভাবে যেতে হবে।

(জ) সাজসজ্জা করা : বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীকে বিভিন্নভাবে সাজানোর প্রথা চালু আছে। বিউটি পারলারে নিয়ে গিয়ে কনেকে সাজানো হয়। বিভিন্ন স্টাইল করে চুল কেটে, মেকাপ দিয়ে মুখমণ্ডলসহ সর্বাঙ্গ সাজানো হয়। যাতে খরচ হয় হাযার হাযার টাকা। আর এই সাজ নষ্টের আশংকায় অনেকে ছালাত পরিত্যাগ করে। এসব সাজসজ্জা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি। তবে স্বাভাবিক সাজসজ্জা দূষণীয় নয়। আবার বিবাহে বরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন উপহার দেওয়া হয়। অথচ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম।[১২৮] এতদ্ব্যতীত নেইল পালিশ ব্যবহার, কপালে টিপ দেওয়া, নখ বড় রাখা ইত্যাদি সবই বিধর্মীদের আচরণ। এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১২৯] এতদ্ব্যতীত আজকাল মহিলারা তাদের চোখের ভুরু উঠায় ও মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায়, যা শরী'আত সম্মত নয়।

(ঝ) অপচয় ও অপব্যয় করা : অপচয়-অপব্যয় ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বিবাহে অপচয় হ'তে দেখা যায়। যেমন বিবাহের দাওয়াতের জন্য দামী কার্ড ছাপানো, শুধু বিবাহে ব্যবহারের জন্য বাহারী মূল্যবান পোষাক ক্রয় করা, পটকা-আতশবাজি ফুটানো, বর-কনের বাড়ীতে বিবাহের আগে-পরে আলোকসজ্জা করা, রঙ ছিটাছিটি, অপরিমিত খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা করা, যার অধিকাংশই নষ্ট হয় ইত্যাদি। অনেকে ঋণ করেও এসব করে থাকে। ইসলামে এসব অপচয় হারাম। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- 'আর তোমরা খাও ও পান কর, অপচয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পসন্দ করেন না'

১২৮. নাসাঈ হা/৪০৫৭; আবুদাউদ হা/৪০৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫, সনদ ছহীহ।
১২৯. আহমাদ, আবুদাউদ হা/৪০৩১, মিশকাত হা/৪৩৪৭।

Contents

(আ'রাফ ৭/৩১)। পবিত্র কুরআনে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا– 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

(ঞ) আড়ম্বর পরিহার করা : বর্তমানে বিবাহ উপলক্ষে বর-কনে উভয় পক্ষ প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিভিন্ন খরচ করে থাকে। স্ব স্ব মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তারা এসব অনর্থক খরচ করে। উভয়পক্ষ নিজেদের বংশ গৌরব ও আভিজাত্য রক্ষা করতে গিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলে। এটা এক দিকে লৌকিকতা ও অপরদিকে তাক্বওয়া পরিপন্থী। বিবাহ যে একটি ইবাদত, আড়ম্বর ও অন্যান্য অনর্থক কর্মকাণ্ডের কারণে এই মূল বিষয়টি গৌন হয়ে যায়। তাই এসব পরিহার করে মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠান শরী'আতসম্মত পন্থায় সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা এসব বিবাহে আল্লাহর রহমত ও বরকত থাকে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ، 'উত্তম বিবাহ হচ্ছে যা সহজে সম্পন্ন হয়'।[১৩০]

(ট) ফটো সেশন ও ভিডিও রেকর্ডিং : আজকাল আমাদের সমাজে বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে স্থির ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে বর-কনে ও অন্যান্য অতিথিদের ছবি ধারণ করা হয়, পরবর্তীতে এসব অন্যকে দেখানোর জন্য কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। তাদের কাছে এসব স্মৃতি ও ইতিহাসের সাক্ষী। ছবি উঠানোর জন্য ক্যামেরাম্যানের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকে। তার জন্য সাত খুন মাফ। আবার ছবি তোলার জন্য নারী-পুরুষ একত্রে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দেয়। নানা ভঙ্গিমায় নারীরা ছবি তোলে। অপরদিকে ভিডিও করা হয় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সবকিছু। এমনকি বাসর ঘরে বিছানার উপর বসা বর ও কনের ছবিও তোলা হয়। এসব অনর্থক ও বিধর্মীদের অনুকরণ বৈ কিছুই নয়।

(ঠ) অমুসলিমদের প্রথার অনুসরণ : বিবাহের অনুষ্ঠানে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বা ঘাস, কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি

---

১৩০. আবুদাউদ হা/২১১৭; ছহীহাহ হা/১৮৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩০০।

Contents

নিয়ে মাটির চাটিতে তৈল দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তারপর বর-কনের কপালে তিনবার হলুদ মাখায়। এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো, বর-কনের মুখে আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় বর-কনেকে গোসল করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপরে বড় চাদরের চারকোণা চারজন ধরে নিয়ে যায়। বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিঁড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটায় দাঁড় করিয়ে দুধ-ভাত খাওয়ানো হয়। সম্মানের নামে বর-কনে মুরব্বীদের কদমবুসি করে। এছাড়া বিবাহের পর বর দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম করে। এসব প্রথা ইসলামে নেই।

(ঠ) বিবাহের বয়স নির্ধারণ : আমাদের দেশে পুরুষ-নারীর বিবাহের জন্য বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ বয়সের পূর্বে কেউ বিবাহ করতে পারবে না, করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইন শরী'আত বিরোধী। ইসলাম প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম ও সামর্থ্যবান নারী-পুরুষকে তাদের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার জন্য বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে।[১৩১] এছাড়া নবী করীম (ছাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর এবং তার সাথে যখন বাসর যাপন করেন তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। আর তিনি ৯ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে জীবন কাটান।[১৩২]

খ. বিবাহ পরবর্তী কর্তব্য

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু করণীয় রয়েছে। যার কিছু অন্য মানুষের জন্য এবং কিছু স্বামী-স্ত্রীর জন্য। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

ক. বিবাহ শেষে দো'আ পাঠ : বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার পর উপস্থিত সকলে বর-কনের কল্যাণের জন্য এই দো'আ পাঠ করবেন- بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ، 'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত করুন'।[১৩৩]

---

১৩১. *বুখারী/৫০৬৫; মুসলিম/১৪০০; মিশকাত/৩০৮০ 'নিকাহ' অধ্যায়, বুলূগুল মারাম হা/৯৬৮।*
১৩২. *বুখারী হা/৫১৫৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১৩৩. *আবুদাউদ হা/২১৩০; তিরমিযী হা/১০৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২৩৩২।*

Contents

অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে আন্তরিক সুখ ও মানসিক প্রশান্তি দান করেন। আর এ বিবাহের মাধ্যমে সে প্রশান্তি অর্জিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন, যাতে স্বামীরা স্বীয় স্ত্রীর নিকটে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।[১৩৪]

খ. বাসর ঘর ও কনে সাজানো : বিয়ের পর বর-কনেকে একত্রে থাকার জন্য বাসর ঘরের ব্যবস্থা করা ও কনেকে সাজিয়ে সুন্দর করে বরের সামনে উপস্থিত করা সুন্নাত।[১৩৫] উম্মু সুলাইম (রাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-কে রাসূলের জন্য সাজিয়ে দেন।[১৩৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিছ গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হ'লাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল, সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রূমান আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। তখন আমি হাঁপাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হ'ল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনছার মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিলেন। সে সময় আমি ছিলাম নয় বছরের বালিকা।[১৩৭]

গ. বিবাহের ঘোষণা দেওয়া : বিবাহ হচ্ছে একটি প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

১৩৪. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহ সুনানে আবী দাউদ, ১২/৯৫।
১৩৫. বুখারী হা/৩৮৯৪; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬; ইরওয়া হা/১৮৩১।
১৩৬. বুখারী হা/৩৭১; মুসলিম হা/১৩৬৫; নাসাঈ হা/৩৩৮০।
১৩৭. বুখারী হা/৩৮৯৪, ৩৮৯৬; মুসলিম হা/১৪২২; নাসাঈ হা/৩২৫৫-৫৮; আবুদাউদ হা/২১২১, ৪৯৩৩, ৪৯৩৫; ইরওয়া হা/১৮৩১।

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، 'তোমরা বিবাহের ব্যাপক প্রচার কর'।[১৩৮] এজন্য বিবাহের সময় ইসলামে দফ বা একমুখা ঢোল বাজানোকে জায়েয বলা হয়েছে। রুবাই বিনত মুআব্বিয ইবনু আফরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী করীম (ছাঃ) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার বিছানার ওপর বসে আছ। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমাদের বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল'।[১৩৯]

ঘ. বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করা :

বাসর রাতে নববধূর নিকটে প্রবেশ করে তার সাথে সদয় ও সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, বিশেষত কমবয়সী স্ত্রীদের সাথে। আসমা বিনতু ইয়াযীদ বিন সাকান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য আয়েশাকে তেল মাখিয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। তারপর তাকে খোলা অবস্থায় দেখার জন্য আহ্বান করলাম। তিনি এসে আয়েশার পাশে বসলেন। তারপর দুধের একটি বাটি নিয়ে আসা হ'ল। তিনি পান করে আয়েশার দিকে দিলেন। কিন্তু আয়েশা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন। আসমা বলেন, আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, তুমি নবী করীম (ছাঃ)-এর হাত থেকে গ্রহণ কর। আসমা বললেন, সে নিয়ে কিছুটা পান করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি কি তোমার বান্ধবীকে দিব? আসমা বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! বরং তা আপনি নিন এবং পান করে আপনার হাত থেকে আমাকে দিন। তিনি নিয়ে পান করে আমাকে দিলেন। তিনি বলেন, আমি বসে পাত্রটি আমার জানুর উপরে রাখলাম। এরপর আমি পাত্রটি ঘুরাতে লাগলাম ও ঠোঁট দ্বারা স্পর্শ করতে লাগলাম যেন নবী করীম (ছাঃ)-এর পান করার স্পর্শ পাই। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমার সাথে উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, তাদেরকে দাও। তারা বললেন, আমরা তা (পান করার) ইচ্ছা করি না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا 'তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা জমা করে না'।[১৪০]

---

১৩৮. আহমাদ হা/১৬১৭৫; ইবনু হিব্বান হা/৪০৬৬; ইরওয়া হা/১৯৯৩।

১৩৯. বুখারী হা/৫১৪৭ 'বিবাহ ও ওয়ালীমায় দফ বাজানো' অনুচ্ছেদ।

১৪০. মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১৯।

Contents

ঙ. স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে দো'আ করা : বাসর রাতে বা তার পূর্বে স্বামী স্ত্রীর মাথার সম্মুখভাগে হাত রেখে বরকতের দো'আ করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে, সে যেন তার কপালে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে অতঃপর বলে,

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ،

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহি।* অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৪১]

চ. স্বামী-স্ত্রী একত্রে ছালাত আদায় করা : বাসর রাতে স্বামী স্বীয় নববধূকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। এটা মুস্তাহাব। শাকীক (রাঃ) বলেন, আবু হারীয নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি একজন যুবতী কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। আর আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন,

إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيْدُ أَنْ يُكَرِّهَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْنِ،

'নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব-ভালবাসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং রাগ-অসন্তুষ্টি শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তাতে সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সে (তোমার স্ত্রী) যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাকে (জামা'আত সহকারে) তোমার পিছনে দু'রাক'আত ছালাত পড়তে নির্দেশ দিবে'।[১৪২]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে গেলে স্বামী দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর তারা একসঙ্গে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং বলবে,

---

১৪১. আবুদাউদ হা/২১৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২৫২; মিশকাত হা/২৪৪৬, সনদ হাসান।
১৪২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ; আলবানী, আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩।

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّيْ، اَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ–

'হে আল্লাহ! আপনি আমার পরিবারে আমাকে বরকত দিন এবং আমার মধ্যে তাদের জান্য বরকত দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযিক দিন এবং আমার থেকে তাদেরকেও রিযিক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্রে রাখুন। আর আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে কল্যাণের দিকেই বিচ্ছেদ ঘটান'।[১৪৩]

ছ. সহবাস সম্পর্কিত কিছু করণীয় : সহবাসকালে কিছু করণীয় রয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য কর্তব্য।

(১) সহবাসকালে দো'আ পাঠ করা : সহবাসের সময় রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে বলেছেন, بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا– উচ্চারণ : 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়তা-না ও জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'। অর্থ: 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুন'।[১৪৪] এ দো'আ পাঠ করার পরে সহবাস করলে আল্লাহ যদি ঐ স্বামী-স্ত্রীকে কোন সন্তান দান করেন, তাহ'লে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৪৫]

সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্মুখভাগে যে দিক দিয়ে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ বলেন, نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*।

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ মদীনায় এসে আনছার মহিলাদের বিবাহ করলেন। মুহাজির মহিলারা চিৎ হয়ে শয়ন করত। কিন্তু আনছার মহিলারা চিৎ হয়ে শয়ন করত না। একদা এক মুহাজির ব্যক্তি তার আনছার

---

১৪৩. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯০০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭; সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/৩৬১; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৪।

১৪৪. বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১, ৫১৬৫; মুসলিম হা/১৪৩৪; বুলূগুল মারাম হা/১০২০।

১৪৫. বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১; মুসলিম হা/১৪৩৪; মিশকাত হা/২৪১৬।

Contents

স্ত্রীকে এরূপ করার ইচ্ছা করলে সে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস না করে তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, সে মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। তাই উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)* আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, শুধুমাত্র একই রাস্তায় সহবাস করা যাবে'।[১৪৬]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, -ائْتِهَا مُقْبِلَةً، وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ 'তার নিকটে আস, সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়ে, যদি তা লজ্জাস্থান হয়'।[১৪৭] তিনি আরো বলেন,.أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيْضَةَ 'সামনে কর, পিছনে কর এবং পায়ুপথ ও ঋতুস্রাব থেকে বেঁচে থাক'।[১৪৮]

(২) নিষিদ্ধ স্থানে সহবাস না করা : স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, -لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে'।[১৪৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَدْبَارِهِنَّ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হকের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তোমরা মহিলাদের পায়ুপথে সহবাস কর না'।[১৫০]

মহিলাদের পায়ুপথ ব্যবহার করাকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِىْ أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ 'নারীদের পশ্চাৎদ্বারে সহবাস করা হরাম'।[১৫১] অন্যত্র তিনি বলেন, -إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

---

১৪৬. আহমাদ, ইরওয়া ৭/৬১; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৩০।
১৪৭. ত্বাবারাণী, কাবীর, ইরওয়া ৭/৬২; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৭।
১৪৮. তিরমিযী হা/২৯৮০; মিশকাত হা/৩১৯১, সনদ হাসান।
১৪৯. ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; মিশকাত হা/৩৫৮৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৭৮-এর আলোচনা দ্রঃ; ছহীহুল জামে' হা/৭৮০২।
১৫০. ইবনু মাজাহ হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৩১৯২; ছহীহাহ হা/৩৩৭৭।
১৫১. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা; ছহীহাহ হা/৮৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১২৬।

Contents

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের পায়ুপথ ব্যবহার করতে’।[১৫২]

(৩) নিষিদ্ধ সময়ে সহবাস না করা : ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

‘আর লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। তুমি বল, ওটা হ’ল কষ্টদায়ক বস্তু। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হ’তে বিরত থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ– ‘যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিংবা তার পায়ুপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল’।[১৫৩]

উল্লেখ্য, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু বৈধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ– ‘তোমরা তাদের সাথে (তাদের হায়েয অবস্থায়) একই ঘরে অবস্থান ও অন্যান্য কাজ করতে পার শুধু সহবাস ছাড়া’।[১৫৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের কেউ হায়েয অবস্থায় থাকলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার সংস্পর্শে আসতে চাইলে তাকে হায়েযে শক্তভাবে কাপড়

---

১৫২. ছহীহুল জামে‘ হা/১৯২১।
১৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১, হাদীছ ছহীহ।
১৫৪. আবুদাউদ হা/২৫৮, ২১৬৫, সনদ ছহীহ।

Contents

বাঁধার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে একান্ত সান্নিধ্যে আসতেন'।[১৫৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের উপর কাপড় রেখে তারপর করতেন'।[১৫৬]

স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হ'লে এবং গোসলের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন হ'লে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ- 'অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

ঋতুকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফফারা দিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ- 'যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার ছাদাকা করে'।[১৫৭]

উল্লেখ্য যে, ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত এক দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। আর অর্ধ দীনার সমান ২.১২৫ গ্রাম স্বর্ণ।

(৪) সহবাসের পর ওযূ করা : সহবাসের পরে ঘুমাতে ও পানাহার করতে চাইলে কিংবা পুনরায় মিলিত হ'তে চাইলে মাঝে ওযূ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ- 'তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না; কাফের ব্যক্তির লাশ, জাফরান ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র ব্যক্তি যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[১৫৮]

---

১৫৫. বুখারী হা/৩০২; মুসলিম হা/২৯৩।
১৫৬. আবুদাঊদ হা/২৭২; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৬৩।
১৫৭. আবুদাঊদ হা/২৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১২১, সনদ ছহীহ।
১৫৮. আবুদাঊদ হা/৪১৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৩, সনদ হাসান।

Contents

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. 'নবী করীম (ছাঃ) যখন অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন'।[১৫৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, যদি রাতে কোন সময় তাঁর গোসল ফরয হয় (তখন কী করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বললেন, ওযূ করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে তারপর ঘুমাবে।[১৬০] অন্যত্র তিনি বলেন, نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ، 'হ্যাঁ সে যেন ওযূ করে। অতঃপর সে যেন ঘুমায় এবং যখন চাইবে গোসল করবে'।[১৬১] তিনি আরো বলেন, نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ 'হ্যাঁ, যদি সে চায় ওযূ করবে'।[১৬২]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সহবাসের পরে ওযূ করা আবশ্যক নয় বরং মুস্তাহাব। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. 'রাসূলুল্লাহ কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন'।[১৬৩]

উল্লেখ্য, ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করাও যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أو تَيَمَّمَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অপবিত্র হ'তেন এবং ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন ওযূ করতেন বা তায়াম্মুম করতেন'।[১৬৪]

(৫) ঘুমের পূর্বে অপবিত্রতার গোসল করা উত্তম : নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জানাবাতের পরে গোসল করা উত্তম। আব্দুল্লাহ বিন

---

১৫৯. বুখারী হা/২৮৮।

১৬০. বুখারী হা/২৯০; মুসলিম হা/৩০৬; মিশকাত হা/৪৫২।

১৬১. মুসলিম হা/৩০৬; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪২।

১৬২. ইবনু হিব্বান হা/১২১৬; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪২।

১৬৩. আবুদাঊদ হা/২৮৮; তিরমিযী হা/১১৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৫৮৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

১৬৪. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৯৬৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪৫।

কায়েস বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় কিরূপ করতেন? তিনি কি ঘুমের পূর্বে গোসল করতেন, না গোসলের পূর্বে ঘুমাতেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً.

'তিনি উভয়টি করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন, আবার কখনো ওযূ করে ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি কর্মে প্রশস্ততা দান করেছেন'।[১৬৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ.

'একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন। তিনি এর কাছে গোসল করলেন এবং ওর কাছেও গোসল করলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে একটি গোসলে পরিণত করতে পারলেন না? তিনি বললেন, এটা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অতি উত্তম ও সর্বাধিক পবিত্রতা'।[১৬৬]

(৬) স্বামী-স্ত্রী এক সাথে গোসল করা : স্বামী-স্ত্রীর একস্থানে একত্রে গোসল করা বৈধ। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِىْ حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِىْ، دَعْ لِىْ. قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ.

'আমি ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উভয়েই একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তখন তিনি আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। এমনকি আমি বলতাম,

---

১৬৫. মুসলিম হা/৩০৭, 'অপবিত্র ব্যক্তির ঘুমানো জায়েয' অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ হা/১২৯১; তিরমিযী হা/৪৪৯।

১৬৬. আবুদাঊদ হা/২১৯; মিশকাত হা/৪৭০, সনদ হাসান।

Contents

আমার জন্য রাখেন, আমার জন্য রাখেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, উভয়েই অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন'।[১৬৭]

বাসর পরবর্তী সকালে করণীয়

ওয়ালীমা করা : বাসর পরবর্তী সকালে বরের অন্যতম কর্তব্য হ'ল ওয়ালীমা করা। এটা সুন্নাত। আলী (রাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ 'অবশ্যই নববধূর জন্য ওয়ালীমা হ'তে হবে'।[১৬৮] ওয়ালীমার মাধ্যমে বিবাহের কথা সকলের মাঝে প্রচার হয়। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, مَا أَوْلَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ– 'রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী যয়নাবের বিবাহে যেভাবে ওয়ালীমা করেছিলেন, এরূপ ওয়ালীমা তিনি পরবর্তী কোন স্ত্রীর বিবাহে করেননি। তাতে তিনি একটি বকরী দিয়ে ওয়ালীমা করেছেন'।[১৬৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যেদিন যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত উদযাপন করলেন, সেদিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলিমদেরকে তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রতি সালাম করে তাদের জন্য দো'আ করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাসর রাতের সকালে এরূপ করতেন'।[১৭০]

ওয়ালীমা কয় দিন করা যাবে :

বাসর পরিবর্তী তিন দিন ওয়ালীমা করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، 'নবী করীম (ছাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ তার মোহর নির্ধারণ করলেন, তিন দিন ওয়ালীমা খাওয়ালেন'।[১৭১]

---

১৬৭. মুসলিম হা/৩২১; মিশকাত হা/৪৪০।
১৬৮. আহমাদ হা/২৩০৮৫; ছহীহুল জামে' হা/২৪১৯; আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ২৪।
১৬৯. বুখারী হা/৫১৬৮; মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/৩২১১।
১৭০. বুখারী হা/৫১৫৪।
১৭১. মুসনাদ আবু ইয়া'লা, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৭৪।

Contents

ওয়ালীমা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় : (১) সমাজে ওয়ালীমার নামে বড় লোকদের মিলন মেলা বসে, যেখানে বরের বা অভিভাবকদের লক্ষ্য থাকে উপহারের দিকে। ঐসব অনুষ্ঠান থেকে দরিদ্র লোকজন বঞ্চিত হয়। অথচ ওয়ালীমার দাওয়াতে উপহার আদান-প্রদান রাসূলের সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত হ'ল সৎ ব্যক্তিগণকে দাওয়াত দেওয়া। তারা দাওয়াত গ্রহণ করে ওয়ালীমাতে আসবেন ও নবদম্পতির মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। বেছে বেছে কেবল বড় লোকদের ওয়ালীমায় দাওয়াত দেওয়া হলে ঐ খাদ্যকে রাসূল (ছাঃ) নিকৃষ্ট বলেন,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ-

'খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদেরকে ত্যাগ করা হয়। আর ওয়ালীমার দাওয়াত যে কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করল'।[১৭২]

(২) ওয়ালীমার দাওয়াত দিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا 'তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করা হ'লে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে'।[১৭৩]

(৩) ওয়ালীমা অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য লোকেরা সাহায্য করতে পারে। আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী ছাফিয়া (রাঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন রাসূল রাস্তায় ছিলেন উম্মে সুলাইম ছাফিয়াকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করলেন অর্থাৎ সাজালেন এবং তাঁকে রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বাসর ঘরেই সকাল করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার কাছে যে খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অপর বর্ণনায় আছে, যার কাছে অতরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা আমাদের নিকটে নিয়ে আসে। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি একটি দস্তরখান বিছালেন। তখন কেউ পণির নিলে আসল, কেউ খেজুর নিয়ে আসল, আবার কেউ ঘি

---

১৭২. বুখারী হা/৫১৭৭, মুসলিম হা/১৪৩২।
১৭৩. বুখারী হা/৫১৭৩, মুসলিম হা/১৪২৯।

Contents

নিয়ে আসল। সব দিয়ে তারা হাইস (খাদ্য বিশেষ) তৈরী করলেন। তারা (আমন্ত্রিত লোকেরা) হাইস খেতে লাগলেন এবং তাদের পাশের বৃষ্টির পানি হাউজ থেকে পান করতে লাগলেন। আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওয়ালীমা।[১৭৪] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের জন্য কেউ সহযোগিতা করতে পারে। তবে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সেখানে আমন্ত্রিত মেহমানদের নিকট থেকে উপহার-উপঢৌকন, টাকা-পয়সা গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

বিবাহ পরবর্তী কিছু কু-প্রথা

১. বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরকে দাড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়।

২. বর ও কনের মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটি কু-প্রথা। কেবল বিয়ে নয় যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়। সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসাবে গ্রহণ করা মুমিনদের জন্য কাম্য নয়।

৩. বরকে কনের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নাম করে মাহরাম ও গায়ের মাহরাম সকল মহিলাদের সাথে পর্দা বিহীন সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়া শরী‘আত বিরোধী কাজ।

৪. নববধূকে পুরুষ-মহিলা সকলে দেখা ও উপহার-উপঢৌকন দেওয়া শরী‘আত সম্মত নয়।

৫. বরের সাথে প্রাপ্ত বয়স্কা শ্যালিকাদের ও কনের ভাবীদের হাসি-তামাশা করা হারাম। তেমনি নববধূকে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসার পর দেবরদের ঠাট্টা-তামাশা ও নানা অশালীন আচরণও হারাম।

৬. সমাজে বিবাহোত্তর ওয়ালীমা না করে বিবাহের অনেক দিন পরে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের পরও বউ তুলে আনার রেওয়াজ দেখা যায়। আর এ উপলক্ষে কনের পিতার বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। এটা অপচয় ও বিদ‘আতী অনুষ্ঠান। শরী‘আতে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন নযীর পাওয়া যায় না।

---

১৭৪. বুখারী হা/৩৭১; মুসলিম হা/১৩৬৫; নাসাঈ হা/৩৩৮০।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. পরিবারে ইসলামী অনুশাসন বজায় রাখা :

পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন না থাকলে সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা এগুলো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহ-সংশয়, অমিল-অশান্তি বাসা বেঁধে পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। বিশেষ করে বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগে অপসংস্কৃতির সয়লাবে আমাদের পারিবারিক জীবন হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। স্যাটেলাইটে প্রদর্শিত উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আমাদের পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলছে। যেনা-ব্যভিচার, গুম-হত্যা, ছিনতাই-রাহাজানি, ধর্ষণ-অপহরণ ইত্যাদি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে উলঙ্গপনার ছাপ। বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার সংস্কৃতি এখন আমাদের দেশেও চালু হ'তে শুরু করেছে। এগুলো বিজাতীয় কালচার। এর কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সেকারণ আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পরিবার থেকেই সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আদব-কায়েদা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। সাত বছর বয়সে ছালাতের শিক্ষা, দশ বছর বয়সে ছালাত না পড়লে শাস্তি দেওয়া[১৭৫], কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির প্রতি অধিক তাকীদ দিতে হবে।

পরিবারকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً، 'তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।[১৭৬]

২. হাসিমুখে থাকা ও উত্তম কথা বলা :

হাসিমুখে থাকা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত।[১৭৭] তাই গোমড়ামুখে থাকা সমীচীন নয়। আর উত্তম কথা বলাও ছাদাক্বা। এজন্য স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম কথা বলা উচিত। এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، 'কল্যাণমূলক

---

১৭৫. আবুদাউদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮, সনদ ছহীহ।
১৭৬. আহমাদ, মিশকাত হা/৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০; ইওরয়া হা/২০২৬, সনদ ছহীহ।
১৭৭. তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, সনদ ছহীহ।

কোন কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয়'।[১৭৮]

তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ– 'ভালো কাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত।[১৭৯] অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ 'উত্তম কথা ছাদাক্বা'।[১৮০]

৩. উত্তম ব্যবহার করা :

উত্তম ব্যবহার দিয়ে অন্যকে জয় করা যায়, তার হৃদয়ে আসন করে নেওয়া যায়। এমনকি শত্রুকেও বশে আনা যায়। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ– 'আর ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। তাই স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার ও আন্তরিক আচার-আচরণ করতে হবে। কেননা সে তার সকল স্বজন ছেড়ে কেবল স্বামীর কাছে আসে। আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْراً كَثِيْراً– 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, طَيِّبُوْا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وحَسِّنُوْا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا،

---

১৭৮. মুসলিম হা/২৬২৬; ছহীহুল জামে' হা/৭২৪৫।
১৭৯. আবুদাউদ হা/৪০৮৪; মিশকাত হা/১৯১৮, সনদ ছহীহ।
১৮০. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।

‘তোমরা তাদের সাথে সুন্দর কথা বল। তাদের জন্য সাধ্যমত তোমাদের আচার ও আকৃতিকে সুন্দর কর, যেমন তোমরা তাদের থেকে পসন্দ কর’।[১৮১]

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও ভাল ধারণা পোষণের জন্য রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. ‘কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপসন্দ হ’লে কোন আচরণ পসন্দ হবেই’।[১৮২] তিনি আরো বলেন, هِيَ لَكَ عَلَى أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهَا ‘সে তোমার নিকটে তোমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার অধিকারী’।[১৮৩]

৪. স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা :

অবসরে স্ত্রীর সাথে একান্তে বসে কিছু গল্প-গুজব করা, তার মনের কথা জানা-বুঝা, তার কোন চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা স্বামীর জন্য যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى {سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ.

‘নবী করীম (ছাঃ) যখন (ফজরের সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হ’লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অন্যথা তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন এবং ফজরের ছালাতের জন্য মুওয়াযযিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন’।[১৮৪] অন্যত্র তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِى وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ.

---

১৮১. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৪২ পৃঃ।
১৮২. মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০, ‘বিবাহ’ অধ্যায়।
১৮৩. তাবারানী, ছহীহাহ হা/১৬৬।
১৮৪. বুখারী হা/১১৬১।

Contents

‘রাসূল (ছাঃ) যখন শেষ রাতে ছালাত শেষ করতেন, তখন লক্ষ্য করতেন। আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। আর ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে জাগাতেন এবং দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়তেন। অবশেষে মুওয়াযযিন এসে যখন ফজরের ছালাতের জন্য তাঁকে ডাকতেন, তখন তিনি উঠে হালকা করে দু’রাক‘আত ছালাত পড়ে ফরয ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন’।[১৮৫]

৫. স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হওয়া :

স্বামীদের করণীয় হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা। কেননা অপরিচ্ছন্ন থাকা ও অপরিষ্কার পোশাক পরিধান করা স্ত্রীরা পসন্দ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِيْ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيْ– ‘আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হ’তে ঐরূপ পসন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পসন্দ করি’।[১৮৬]

৬. বাড়ীতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেওয়া :

সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাড়ী থেকে বের হ’তে ও বাড়ীতে প্রবেশকালে বাড়ীর অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ– ‘হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে’।[১৮৭]

তিনি আরো বলেন,

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِن على الله.

---

১৮৫. আবুদাউদ হা/১২৬২; মিশকাত হা/১১৮৯, সনদ ছহীহ।

১৮৬. তাফসীর কুরতুবী, ৫/৯৭; তাফসীরে ত্বাবারী ৪/৫৩২।

১৮৭. তিরমিযী হা/২৬৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৮; তারাজু‘আত হা/২৫৯; ইরওয়া হা/২০৪১, সনদ হাসান।

'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়'।[১৮৮]

৭. স্ত্রীর পরিবারকে সম্মান করা :

স্ত্রীর পরিবারের লোকজনকে সম্মান করা স্বামীর জন্য যরূরী কর্তব্য। কেননা এতে তার মধ্যে স্বামীর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে সে স্বামীর পরিবারের যাবতীয় কাজ যেমন সুচারুরূপে ও আন্ত রিকতার সাথে করে থাকে, তেমনি তাদের মাঝে মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির পথ বন্ধ হ'তে সহায়তা করে।

৮. স্ত্রী অসুস্থ হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা করা :

স্ত্রী অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হ'লে সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা স্বামীর কর্তব্য। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে বললেন, إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ. 'বদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব ও (গনীমতের) অংশ তুমি পাবে'।[১৮৯]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চান, ডান হাত তাঁর শরীরে বুলিয়ে দেন এবং বলেন,

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'।[১৯০]

---

১৮৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৯৯; আবুদাউদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।
১৮৯. বুখারী হা/৩১৩০, ৩৬৯৮।
১৯০. বুখারী হা/৫৭৫০; মুসলিম হা/২১৯১; মিশকাত হা/১৫৩০।

Contents

মানুষ অসুস্থ হ'লে সে আপনজনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য কামনা করে। তাই স্ত্রীর অসুস্থতায় সাধ্যমত তার পাশে থাকা, তার সেবা করা এবং তার জন্য দো'আ করা স্বামীর জন্য করণীয়।

৯. স্ত্রীকে সহযোগিতা করা :

স্ত্রীকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য একান্ত করণীয়। বিশেষত সে অসুস্থ হ'লে বা তার পক্ষে কোন কাজ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ– 'তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন ছালাতের সময় হ'ত তখন তিনি ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[১৯১]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ 'তিনি মানুষের মধ্যেকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় কাপড় সেলাই করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন'।[১৯২] অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِىْ بُيُوْتِهِمْ. 'তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, স্বীয় জুতায় তালি লাগাতেন এবং এবং অন্যান্য পুরুষের ন্যায় বাড়ীর কাজ করতেন'।[১৯৩]

১০. স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে ও তার থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা :

স্ত্রীদের সাথে ভাল আচরণ করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য করণীয়। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া এবং তারা কষ্ট দিলে তাতে ধৈর্য ধারণ করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُوْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপসন্দ হ'লে কোন আচরণ পসন্দ হবেই'।[১৯৪]

---

১৯১. বুখারী হা/৬৭৬।

১৯২. আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪১; তিরমিযী হা/৩৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৯৬।

১৯৩. আহমাদ হা/২৪৩৮২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৩৭।

১৯৪. মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০, 'বিবাহ' অধ্যায়।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلَعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا– 'নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর'।[১৯৫]

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে। আর নারীদের প্রতি সদুপদেশ প্রদান কর। কেননা পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাঁজরের সর্বাধিক বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে স্বীয় অবস্থায় রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি সদুপদেশ দান কর'।[১৯৬]

১১. স্ত্রীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা :

স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা স্বামীর উচিত নয়। কারণ স্ত্রীকে সন্দেহ করলে দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। আর সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, সততা-সত্যবাদিতা, আন্ত রিকতা, অনাবিল প্রেম, অকৃত্রিম ভালবাসা, নম্রতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ, একে অপরের উপকার স্বীকার করা ইত্যাদি গুণ উভয়ের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আর সন্দেহ এসব কিছুকে ধবংস করে ফেলে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেলে যতক্ষণ না তাকে উপড়ে ফেলা হয়, ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে। এই সন্দেহ-সংশয়ের ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সংসার পরিণত হয় এক প্রকার জাহান্নামে। এরূপ সংসার স্থায়ী হয় না।

---

১৯৫. আহমাদ হা/২০১০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৯৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯২৬।
১৯৬. মুসলিম হা/১৪৬৮।

এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (পাপ থেকে তওবা করলে ও পার্থিব অন্যায়ে) তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহ’লে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*।

স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، ‘তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা হতে বেঁচে থাক, কারণ মন্দ ধারণা পোষণ সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথা’।[১৯৭]

স্ত্রীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুমিনদের জন্য অবশ্য করণীয়। যেমন আল্লাহ বলেন, لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا- ‘যখন তোমরা এরূপ অপবাদ শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন তাদের নিজেদের মানুষদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করলে না’? *(নূর ২৪/১২)*।

১২. স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা :

স্বামীর উপরে কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সকল চাহিদা পূরণ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا- ‘তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর

---

১৯৭. *বুখারী হা/৫১৪৩, ৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।*

তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে'।[১৯৮] আবুদ দারদার হাদীছে আছে, إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ– 'তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার রবের হক আছে, মেহমানের হক আছে এবং তোমার পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক হাকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর'।[১৯৯]

১৩. স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ও তাকে গুরুত্ব দেওয়া :

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মাধ্যমে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কারো অবদান কম নয়। কাউকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্বামী বাইরের কাজ করে আর স্ত্রী বাড়ীর ভিতরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পরিবারের যে কোন কাজে তার সাথে পরামর্শ করা ও সঠিক হ'লে সে পরামর্শ মূল্যায়ন করা উচিত। আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহী নাযিলের পরে খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন[২০০] এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।[২০১]

১৪. স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া :

স্বামীর অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। যার মাধ্যমে তাদের উভয়ের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। রাসূল (ছাঃ) মালেক বিন হুওয়াইরিছ ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ– 'তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও'।[২০২]

---

১৯৮. বুখারী হা/১৯৭৫, ৫১৯৯; মিশকাত হা/২০৫৪।

১৯৯. বুখারী হা/৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।

২০০. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।

২০১. বুখারী হা/২৭৩২।

২০২. বুখারী হা/৬৩১; মুসলিম হা/৬৭৪।

Contents

সুতরাং স্ত্রীকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়, ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ, ইবাদতের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যরূরী। এজন্য নিজ বাড়ীতে সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের ব্যবস্থা করা উচিত। নিজে তা করতে না পারলে যেখানে উপরোক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া বা যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। যেমন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কর্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়।

১৫. স্ত্রীকে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া :

স্ত্রীকে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নিজে সাথে নিয়ে যাওয়া বা মাহরাম ব্যক্তিকে সাথে দিয়ে পাঠাতে হবে। ইফকের ঘটনাকালে আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হ'লে তিনি পিতার বাড়ীতে গমনের জন্য রাসূলের কাছে অনুমতি চান। রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান।[২০৩]

১৬. স্ত্রীকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া :

প্রত্যেক স্বামীর জন্য কর্তব্য হ'ল স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী কাজের নির্দেশ দেওয়া। যাতে তারা তা যথাসাধ্য পালন করে। আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا– 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্ব-হা ২০/১৩২)*। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তথা ইবাদতের নির্দেশ দিতেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে রাসূল (ছাঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বললেন,

سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَىْ يُصَلِّيْنَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِى الآخِرَةِ–

'সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কতইনা ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করেছেন এবং কতইনা ফিৎনা নাযিল হয়েছে! কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে?

---

২০৩. বুখারী হা/২৬৬১, ৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০; আহমাদ হা/২৫৬৬৪।

যেন তারা ছালাত আদায় করে। এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, দুনিয়ার বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে উলঙ্গ থাকবে'।[২০৪]

১৭. বাড়ীতে ব্যতীত অন্যত্র স্ত্রীকে ছেড়ে না রাখা :

অনেকে স্ত্রীকে বিভিন্ন কারণে অন্যত্র রাখে। কেউবা স্ত্রীর উপরে রাগ করে তাকে তার পিতার বাড়ীতে ফেলে রাখে। এটা উচিত নয়। বরং তাকে শিক্ষার জন্য বিছানা পৃথক করে রাখার প্রয়োজন হ'লে সেটা নিজ বাড়ীতেই হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ 'আর তাকে বাড়ীতে ছাড়া অন্যত্র ত্যাগ করবে না'।[২০৫] অর্থাৎ পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে।

১৮. স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা :

কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের সাথে ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ আচরণ করা স্বামীর জন্য অতীব যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا-

'আল্লাহ্র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হাতই ডান। (ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ'।[২০৬]

তিনি আরো বলেন, إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ- 'যে ব্যক্তির নিকট দু'জন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে ক্বিয়ামতের দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় আগমন করবে'।[২০৭]

---

২০৪. বুখারী হা/৭০৬৯।
২০৫. আবুদাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ হাসান ছহীহ।
২০৬. মুসলিম হা/১৮২৭; নাসাঈ হা/৫৩৭৯; মিশকাত হা/৩৬৯০।
২০৭. তিরমিযী হা/১১৪১; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; মিশকাত হা/৩২৩৬, সনদ ছহীহ।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ– 'যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, সে ক্বিয়ামতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় আগমন করবে'।[২০৮]

১৯. উপদেশ দেওয়া :

বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। বিশেষত তার কোন ভুল-ক্রুটি হ'লে তা সংশোধনের উপদেশ দেওয়া যরূরী। বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ. لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ–

'তোমরা স্ত্রীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তাহ'লে ভিন্ন কথা)'।[২০৯]

২০. প্রহার না করা :

স্ত্রীদের বিনা কারণে বা তুচ্ছ কোন ঘটনায় প্রহার করা উচিত নয়। বরং তার ক্রুটি বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। আর প্রহার করা রাসূলের আদর্শ নয়। নবী করীম (ছাঃ) কখনো তাঁর স্ত্রীগণকে প্রহার করেননি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে কোন কিছুকে প্রহার করেননি। না তাঁর কোন স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে'।[২১০] তিনি স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে অস্বাভাবিক প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ– 'তোমাদের মধ্যে

২০৮. নাসাঈ হা/৩৯৪২; ইরওয়া হা/২০১৭, সনদ ছহীহ।
২০৯. তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।
২১০. মুসলিম হা/২৩২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৪।

Contents

এমন লোক আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে। অতঃপর সম্ভবত ঐ দিনের শেষাংশেই সে আবার তার শয্যাসঙ্গী হয়'।[২১১] অন্যত্র তিনি বলেন, –لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ 'তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা দিনের শেষে তার সঙ্গে তো মিলিত হবে'।[২১২] তিনি আরো বলেন, 'যারা এভাবে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়'।[২১৩]

স্বামীর নিকটে স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার আছে, যেগুলি আদায় করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই অধিকারগুলি যথাযথভাবে প্রদান করলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী যেমন অনুগত হয়, তেমনি তার প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা-মহব্বত অটুট থাকে। নিম্নে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আশ্রয় দান : স্ত্রীকে আশ্রয় দান করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। যেখানে স্ত্রী থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ও নিরাপদ ভাবে সেখানে তার আবাসনের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য করণীয়। আল্লাহ বলেন, أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ– 'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দিয়ো। তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না' *(তালাক্ব ৬৫/৬)*।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ– 'তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়' *(তালাক্ব ৬৫/১)*।

২. ভরণ-পোষণ : স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর। আল্লাহ বলেন, لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ

২১১. *বুখারী হা/৪৯৪২; মুসলিম হা/২৮৫৫; তিরমিযী হা/৩৩৪৩; মিশকাত হা/২৬৭৬।*
২১২. *বুখারী হা/৫২০৪; মিশকাত হা/৩২৪২ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
২১৩. *আবুদাউদ হা/২১৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৬০; মিশকাত হা/৩২৬১, সনদ ছহীহ।*

Contents

يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً– 'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিযক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন' *(তালাক্ব ৬৫/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ– 'আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

হাকীম বিন মু'আবিয়া আল-কুশাইরী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল!

مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ.

'আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোষাক পরিধান করলে তাকেও পোষাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না। আর তাকে পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে'।[২১৪] তিনি আরো বলেন, إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ– 'তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে'।[২১৫]

কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে তাহ'লে সে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ، 'কেউ পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক নষ্ট করে'।[২১৬] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ 'কোন ব্যক্তির পাপের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যাদের খোরপোষ তার দায়িত্ব সে তাদের

---

২১৪. আবুদাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ ছহীহ।
২১৫. মুসলিম হা/১৮২২; মিশকাত হা/৩৩৪৩।
২১৬. আবুদাউদ হা/১৬৯২; মিশকাত হা/৩৩৪৬, সনদ ছহীহ।

খোরাকী আটকিয়ে রাখবে'।[২১৭] এ ধরনের লোককে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ ذٰلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ حَتَّى يَسأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সে তা সংরক্ষণ করেছে, না তাতে অবহেলা করেছে? এমনকি পুরুষকে তার স্ত্রী (পরিবার-পরিজন) সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন'।[২১৮]

পক্ষান্তরে পরিবারের জন্য খরচকৃত অর্থের ফযীলত অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ 'উত্তম হ'ল ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে'।[২১৯] অন্যত্র তিনি বলেন,

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِينَارٌ فِي الْمَسَاكِيْنِ، وَدِيْنَارٌ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ فِيْ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّيْنَارُ الَّذِيْ تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ،

'এক দীনার যা তুমি আল্লাহ্র পথে খরচ কর। এক দীনার দরিদ্রদের জন্য, এক দীনার দাসমুক্তির জন্য এবং এক দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক ছওয়াব লাভ হয় ঐ দীনারে, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর'।[২২০] আর পরিবারের জন্য খরচ করা অর্থ ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، 'কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[২২১]

এমনকি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পানি পান করায় তার জন্যও তার নেকী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,.إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ.

---

২১৭. মুসলিম হা/৯৯৬; মিশকাত হা/৩৩৪৬।
২১৮. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/৯১৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৭৪।
২১৯. মুসলিম হা/৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৩২।
২২০. মুসনাদ হা/১০১৩২; মুসলিম হা/৯৯৫; মিশকাত হা/১৯৩১।
২২১. বুখারী হা/৫৫।

'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে পানি পান করায় তখন সে তার বিনিময়ে ছওয়াব পায়'।[২২২]

স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে পোষাক-পরিচ্ছদ দান করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ– 'আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে'।[২২৩] অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজে এমন অনেক দায়িত্বহীন মানুষ আছে, যারা নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে ভাল ও মানসম্মত পোষাক কিনে দেয় না। অথচ নিজে মূল্যবান পোষাক পরিধান করে।

৩. স্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা : স্বামীর উপরে স্ত্রীর অন্যতম অধিকার হ'ল তার নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা, যাতে তার জান-মাল, ইয্যত-আব্রু, মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং সে ঐ পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। সেই সাথে দ্বীনী যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। অনুরূপভাবে তাকে সকল প্রকার ফিৎনা থেকে রক্ষা করা। যেমন অসৎ মহিলাদের সাথে মেশার সুযোগ না দেওয়া, প্রেক্ষাগৃহে না নিয়ে যাওয়া, বাদ্য-বাজনা সম্বলিত অশ্লীল গান না শুনানো, তাকে বেপর্দা ও অর্ধ নগ্ন হয়ে চলতে বাধ্য না করা, গায়ের মাহরাম পুরুষ (দেবর-ভাসুর, বন্ধু-বান্ধব)-দের সাথে মিশতে বাধ্য না করা। তদ্রূপ তাকে কোন চাকুরী করতে বাধ্য না করা, যাতে সে পরপুরুষের সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিশতে বাধ্য হয়। আর এসবের মাধ্যমে নারীরা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। যার শেষ পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছেদ।

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবারে স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্যও কম নয়। স্ত্রী একটি পরিবারের কর্ত্রী হয়ে থাকে। সে তার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করলে পরিবার ভাল চলে, সবাই সুখী হয়। কিন্তু স্ত্রী তার দায়িত্বে অবহেলা করলে কিংবা দায়িত্ব পালনে অলসতা করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি নেমে আসে। তাই স্ত্রীকে দায়িত্ব সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া যরূরী। নিম্নে স্ত্রীর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করা হ'ল।-

---

২২২. মুসনাদ হা/১০১৩২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৬৩।
২২৩. তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।

Contents

১. ধৈর্যশীলা হওয়া : স্বামী প্রদত্ত কষ্ট ও তার দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করা এবং একে ছওয়াবের কারণ মনে করা উচিত। তার পক্ষ থেকে খারাপ আচরণ পেলেও তা সহ্য করা এবং তার শয্যা পরিত্যাগ না করা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ- 'কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ এরূপ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে'।[২২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ- 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তাহ'লে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে'।[২২৫]

২. স্বামীর পরিবারের উত্তম সংরক্ষক হওয়া : স্বামীর পরিবারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের সংরক্ষণ করা স্ত্রীর কর্তব্য। আর জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় না করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا- 'আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*। তিনি আরো বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- 'আর তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

পক্ষান্তরে স্বামীর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে স্ত্রীকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، 'নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ত

২২৪. বুখারী হা/৩২৩৭, ৫১৯৩; মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬।
২২৫. বুখারী হা/৫১৯৪; মুসলিম হা/১৪৩৬।

Contents

তির উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২২৬]

মূলতঃ স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। স্বামীর ধন-সম্পদ ও সংসার তার রাজত্ব এবং এগুলো স্বামীর আমানত। তাই তার যথার্থ হেফাযত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা স্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। স্বামীর সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা ও স্বামীর বিনা অনুমতিতে আত্মীয়-স্বজনকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়াও বৈধ নয়।[২২৭] এসব কারণে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যা স্থায়ী হয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। অবশ্য স্বামী ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ হ'লে এবং স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ না দিলে, স্ত্রী গোপনে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিতে পারবে।[২২৮]

আর স্বামী দানশীল হ'লে ও দানের জন্য সাধারণ অনুমতি থাকলে স্ত্রী যদি তার অনুপস্থিতিতে দান করে, তাহ'লে উভয়েই সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে।[২২৯]

৩. শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করা : স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হ'ল স্বামীকে সন্তুষ্ট করা। সেজন্য স্ত্রীর উচিত স্বামীর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ ও তাদের সেবা করে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সেই সাথে স্বামীকেও তার পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করা। অপরদিকে স্বামীর ভাইদের সাথে পর্দা বজায় রেখে নিজের ইয্যত-আব্রু ও লজ্জাস্থান হেফাযতের চেষ্টা করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ-

'মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য'।[২৩০] দেবর বলতে স্বামীর নিজের ছোট ভাই (সহোদর বা সৎ), চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইদের বুঝায়।

---

২২৬. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।
২২৭. ইসলাম ওয়েব, ফৎওয়া নং ২৯৩৫৯।
২২৮. বুখারী হা/৫৩৬৪, ৭১৮০; ইরওয়াউল গালীল হা/২১৫৮, ২১৬২, ২৬৪৬।
২২৯. বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, ছহীহ আত-তারগীব হা/৯২৬-৯৩০।
২৩০. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২।

সেই সাথে স্বামীর বড় ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকাও যরূরী। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ এটা পর্দা রক্ষা ও লজ্জাস্থান হেফাযতের জন্য অতীব যরূরী।

৪. অন্যের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা : স্ত্রীর যাবতীয় সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্য হবে। অন্যের জন্য তার সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শন করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, وَلاَ يُبْـــدِيْنَ زِيْنَـــتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُـــوْلَتِهِنَّ، 'আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামীর নিকটে ব্যতীত' *(নূর ২৪/৩১)*।

রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল,.أَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ 'কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়'।[২৩১] সুতরাং স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য অঙ্গসজ্জা করা ও তা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে এ রূপ-লাবণ্য ও সাজসজ্জা অন্যের জন্য করা হ'লে সেটা তার অকল্যাণের কারণ হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِىَ زَانِيَـــةٌ– 'যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করল অতঃপর লোকদের পাশ দিয়ে এ উদ্দেশ্যে অতিক্রম করল যে, তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায়, তাহ'লে সে ব্যভিচারিণী'।[২৩২]

আদর্শ নারীর সদা চিন্তা স্বামীর মনোতুষ্টি। কারণ তার আনন্দেই স্ত্রীর সুখ। স্বামী সুখী না হ'লে স্ত্রী নিজের সুখ কল্পনাই করতে পারে না। তাই স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেমন স্বামী বাইরে থেকে আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সামনে পানি, শরবত পেশ করা, তার প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেওয়া, বৈদ্যুতিক পাখা না থাকলে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করা ইত্যাদি আদর্শ স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া স্বামী সালাম দিয়ে যখন বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন হাসিমুখে স্বামীর সালামের উত্তর দেওয়া উচিত।

---

২৩১. নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।
২৩২. নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭০১।

Contents

সাধারণত স্ত্রী স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে ফুটন্ত গোলাপ সদৃশ হয়ে থাকবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায়, সাজসজ্জা ও বেশভূষায় স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সৌন্দর্য ও সৌরভে ভরা গোলাপের দিকে এক পলক তাকিয়ে যেমন মন-প্রাণ আকৃষ্ট হয়, স্বামীর মনও তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তেমনি প্রফুল্ল হবে। স্ত্রীর মাঝে সৎগুণাবলী থাকলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক থাকলে, কোন নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনই হবে না।

উল্লেখ্য যে, যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রগাঢ় ভালোবাসা পায়, বিপদে সান্ত্বনা, কষ্টে সেবা-যত্ন পায়, রাগ-অনুরাগ বা অভিমান করলে যার স্ত্রী তার অভিমান ভাঙ্গাতে ব্যাকুল থাকে সেইতো সৌভাগ্যবান। পিতা-মাতার দো'আ ও স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেমের বাহুবন্ধনেই তো রয়েছে স্বামীর প্রকৃত পৌরুষ। এমন স্ত্রী না হ'লে পুরুষের জীবন বৃথা।

৫. লজ্জাস্থান হেফাযত করা : স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হ'ল তার লজ্জাস্থান হেফাযত করা। অর্থাৎ ব্যভিচারের পথ পরিহার করা। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ– 'অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِكَ، 'উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে আনন্দিত করে, তুমি নির্দেশ দিলে তা পালন করে, তোমার অনুপিস্থিতিতে তার নিজেকে ও তোমার সম্পদ হেফাযত করে'।[২৩৩]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، 'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্বের হেফাযত করে'।[২৩৪]

---

২৩৩. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর, ছহীহুল জামে' হা/৩২৯৯।
২৩৪. আবুদাউদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩।

Contents

এর সাথে নিম্নোক্ত কাজগুলি করা যরূরী। ক. স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া। খ. পরিবারে নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা থাকা। গ. পরিচারক ও গাড়ী চালকদের থেকে সাবধান থাকা। ঘ. হিজড়াদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া। ঙ. পরপুরুষের সামনে পাতলা, মিহি কাপড় পরিহার করা। চ. টেলিফোন ও মোবাইলের ক্ষতি থেকে সাবধান থাকা। ছ. বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক ও দেব-দেবীর প্রতীক পরিহার করা। জ. সকল প্রকার প্রাণীর ছবি ও মূর্তি বাড়ীতে না রাখা। ঝ. যাবতীয় নেশাদ্রব্য থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখা। ঞ. কোন কুকুর বাড়ীতে না রাখা। ট. বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীল গান-বাজনা পরিহার করা। ঠ. বাড়ীর ভিতর-বাহির পরিচ্ছন্ন রাখা।[২৩৫]

৬. স্বামীর গৃহের কাজ করা : স্বামীর ঘর-বাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর যথার্থ খেদমত করা, সন্তান-সন্ততিদেরকে লালন-পালন করা ও তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, তাদের আদব-কায়েদা শিক্ষা দেওয়া এবং সভ্য করে গড়ে তোলাও স্ত্রীর দায়িত্ব। সংসারের কাজ নিজের হাতে করা উত্তম। এতে তার স্বাস্থ্য ভালো ও সুস্থ থাকবে। একান্ত প্রয়োজন না হ'লে গৃহপরিচারিকা না রাখা ভাল। মহিলা ছাহাবীগণ নিজ হাতে ক্ষেতেরও কাজ করতেন। একদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাজের অতিরিক্ত চাপ ও নিজের কষ্টের কথা পিতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করে খাদেম চাইলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে নিজ হাতে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন এবং অলসতা কাটিয়ে উঠার প্রতিষেধকও বলে দিলেন। তিনি বলেন, 'যখন তোমরা শয়ন করবে তখন ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লা-হ' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম থেকেও উত্তম হবে'।[২৩৬]

৭. স্বামীর রাগের সময় স্ত্রী বিনম্র হওয়া : কখনও কোন কারণে স্বামী রাগান্বিত হ'লে স্ত্রী নীরব থাকবে ও নম্রতা অবলম্বন করবে। যে আদর-সোহাগ করে, তার শাসন করারও অধিকার আছে। আর এ শাসন স্ত্রীকে মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। ভুল হ'লে ক্ষমা চাইবে। স্বামী যেহেতু মর্যাদায় বড়, সেহেতু তার কাছে ক্ষমা চাওয়া অপমানের নয়; বরং এতে

---

২৩৫. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আরবাউনা নাছীহাতান লিইছলাহিল বুয়ূত (রিয়াদ : মাজমূ'আ যাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬হিঃ/২০১৫খৃঃ), পৃঃ ৮৯।

২৩৬. মুসলিম হা/২৭২৭।

মান-সম্মান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পরিণাম কখনও ভাল হয় না। সুতরাং স্বামীর রাগের আগুনকে গর্ব-অহংকার ও ঔদ্ধত্যের ফুৎকারে প্রজ্বলিত না করে বিনয়ের পানি দিয়ে নির্বাপিত করা উচিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِيْ إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ تَقُوْلُ: لاَ أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى-

‘তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রেমময়ী, সন্তানদানকারিণী, ভুল করে বার বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাযী (ঠাণ্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না’।[২৩৭]

স্মর্তব্য যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে শয়তান বড় তৎপর। সে সমুদ্রের উপর নিজ সিংহাসন পেতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। সবচেয়ে যে বড় ফিৎনা সৃষ্টি করতে পারে সেই হয় তার অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত। কে কি করেছে তার হিসাব নেয় ইবলীস। প্রত্যেকে এসে বলে, আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি (চুরি, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি সংঘটন করেছি)। কিন্তু ইবলীস বলে, কিছুই করনি! অতঃপর যখন একজন বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রাগারাগি সৃষ্টি করে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। তখন শয়তান উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বলে, হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করেছ![২৩৮] সুতরাং রাগের সময় শয়তানকে সহায়তা ও তুষ্ট করা কোন মুসলিম দম্পতির কাজ নয়।

স্ত্রীর নিকটে স্বামীর হক

স্বামীর উপরে স্ত্রীর যেমন হক আছে, তেমনি স্ত্রীর উপরেও স্বামীর হক আছে। স্ত্রী এসব হক বা অধিকার যথাযথভাবে আদায় করলে সংসার সুখের হবে। তাদের মাঝে কখনো কোন অশান্তি বাসা বাঁধতে পারবে না। নিম্নে কয়েকটি হক উল্লেখ করা হ’ল।-

১. স্বামীর অপসন্দনীয় কাউকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া : স্বামী

২৩৭. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৮৩৫৮; ছহীহাহ হা/২৮৭।
২৩৮. মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১; ছহীহাহ হা/৩২৬১।

অপসন্দ করে এমন কোন লোককে বাড়ীতে বা নিজের কাছে প্রবেশ করতে দেওয়া স্ত্রীর জন্য উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ– ‘তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পসন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা না মাড়ায়’।[২৩৯] অন্যত্র তিনি বলেন, وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، ‘স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না’।[২৪০]

২. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম না রাখা : স্বামী উপস্থিত থাকাবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম রাখা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، ‘যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলার জন্য (নফল) ছিয়াম পালন করা বৈধ নয়’।[২৪১]

৩. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ীর বাইরে না যাওয়া : নারীর কাজ বাড়ীর ভিতরে। তাই বাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থান করা তার কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ‘আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না’ *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। কোন যরূরী প্রয়োজনে তাকে বাড়ীর বাইরে যেতে হ’লে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে এবং শারঈ পর্দা বজায় রেখে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে’ *(নূর ২৪/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ، ‘আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন’।[২৪২]

---

২৩৯. মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; মিশকাত হা/২৫৫৫।
২৪০. বুখারী হা/৫১৯৫; মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।
২৪১. বুখারী হা/৫১৯৫; মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।
২৪২. বুখারী হা/৪৭৯৫; মুসলিম হা/২১৭০।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ীর বাইরে, পিতার বাড়ী, বোনের বাড়ী, মার্কেট বা অন্য কোথাও না যাওয়া স্বামীভক্তির পরিচায়ক। এমনকি ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গেলেও স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। মায়ের কোল ছেড়ে বাইরে গেলে যেমন শিশু ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দুর্যোগে নিজেকে বিপদে ফেলে, মুরগীর কোল ছেড়ে বাচ্চারা দূরে গেলে যেমন বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর হামলার শিকার হয়, ঠিক তেমনি নারীও স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা করে একাকী বাইরে গেলে নানাবিধ দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশংকা থাকে।

ধর্ম-কর্ম ও নৈতিকতাকে কবর দিয়ে অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করে। স্বামীর তোয়াক্কা না করে পার্থিব সুখ ভোগ করা বস্তুবাদী ও পরকালে অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ধর্মীয় নির্দেশ পালন ও নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে পার্থিব কর্তব্য পালন করা পরকালে বিশ্বাসী মুসলিম নারীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কারণ মুসলমানের মূল লক্ষ্য হ'ল পরকালীন মুক্তি। মুসলিম দু'দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে পরকাল হারাতে রাযী নয়। সে চায় চিরস্থায়ী আবাস ও অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করতেন, وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا 'দুনিয়াকে আমাদের বড় চিন্তার বিষয় ও আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা (মূল লক্ষ্য) করে দিও না'।[২৪৩]

৪. স্বামীকে সম্মান করা ও তার অনুগত থাকা : স্ত্রীর কাছে স্বামী অতি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। তার সম্মানের কথা হাদীছে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ-

'যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! কোন নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ

২৪৩. তিরমিযী হা/৩৫০২; মিশকাত হা/২৪৯২, সনদ হাসান।

পর্যন্ত আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও স্বামী যদি তার সাথে মিলন করতে চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না'।[২৪৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ– 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর এরূপ হক আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না'।[২৪৫]

তাই স্বামীর শরী'আতসম্মত সকল কাজে সহযোগিতা করা এবং তার বৈধ নির্দেশ মেনে নেওয়া স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ– 'অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। আর স্বামীর আনুগত্যে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– 'মহিলা তার পাঁচ ওয়াক্তের ছালাত আদায় করলে, রামাযানের ছিয়াম পালন করলে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'।[২৪৬]

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ কর্তব্য

স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য আলাদাভাবে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর কিছু যৌথ কর্তব্য আলোচনা করা হ'ল।

ক. সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ না করা : দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন সময় মনোমালিন্য হ'তে পারে। এসব কোন কোন ক্ষেত্রে বাক-বিতণ্ডার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতণ্ডা সন্তানদের সামনে করা বা তাদের সামনে অপ্রীতিকর কোন কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে সন্তানদের মনে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। যা তাদের

২৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/১২০৩।
২৪৫. ছহীহুল জামে' হা/৩১৪৮; নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তালীকাতুল হিসান আলা ছহীহ ইবনে হিব্বান (দার বাঅযীর, তাবি), হা/৪১৫২।
২৪৬. মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ ছহীহ।

কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় সন্তানরা বিপাকে পড়ে যায়। যেমন কখনও পিতা বলে, তুমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলবে না, আমার সাথে থাকবে। আবার মা বলে, তুমি তোমার পিতার সাথে কথা বলবে না, আমার কাছে থাকবে। আবার কখনও সন্তানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ পিতার পক্ষে, কেউ মায়ের পক্ষে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। কাজেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে এবং দু'জনের মাঝের অসন্তোষ ও রাগ-অভিমান সন্তানরা যাতে বুঝতে না পারে সে চেষ্টা করা তাদের জন্য অতীব যরূরী।

খ. যার দ্বীনদারী সন্তোষজনক নয় তাকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া : স্বামী-স্ত্রীর অন্যতম করণীয় হ'ল, যার দ্বীনদারী সন্তোষজনক নয়, এমন নারী-পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া। যাতে তারা বাড়ীতে প্রবেশ করে কোন ফিৎনা সৃষ্টি করতে না পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَثَلُ جَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ– 'আর অসৎ লোকের সংসর্গ হ'ল কামারের সদৃশ। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে তার ধূয়া থেকে রক্ষা পাবে না'।[২৪৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً–

'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হ'ল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে দুর্গন্ধ পাবে'।[২৪৮]

---

২৪৭. আবুদাউদ হা/৪৮২৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৩৯।
২৪৮. বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫১১০।

Contents

অর্থাৎ দ্বীনহীন লোক বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ দ্বারা পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিবে। এমন অনেক ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী আছে যে, বাড়ীতে যাদের যাতায়াতের কারণে পরিবারের সদস্যদের মাঝে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতপার্থক্য, বিভেদ-বিচ্ছেদ এবং পিতা ও সন্তানদের মাঝে দুশমনী সৃষ্টি হয়। কখনো বাড়ীতে যাদু করা, চুরি-ডাকাতি হওয়া ইত্যাকার ঘটনা ঘটে দ্বীনহীন নারী-পুরুষের বাড়ীতে যাতায়াতের ফলে। তাই স্বামী-স্ত্রীকে এধরনের নারী-পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও তারা প্রতিবেশী কিংবা বাহ্যিকভাবে বন্ধুও হয়। ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলে জানা গেলে এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তাকে প্রবেশ করতে না দেয়াই কর্তব্য। এক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ- 'তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পসন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যেসব লোককে অপসন্দ কর তাদেরকে বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়'।[২৪৯]

গ. পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা : স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা বজায় রাখা পরিবারে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) জাবের (রাঃ)-কে বলেন, فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ- 'তবে কোন তরুণী (কুমারী) কেন নয় যে, তুমি তার সাথে আমোদ-স্ফূর্তি করতে, সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করত তুমি তার সাথে হাস্য-রস করতে, সেও তোমার সঙ্গে হাস্য-রস করত'।[২৫০]

অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعَ، مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَّاحَةَ- 'যে বস্তুতে আল্লাহ্‌র যিকির উল্লেখ করা হয় না তা একটি

---

২৪৯. তিরমিযী হা/১১৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।
২৫০. বুখারী হা/৫৩৬৭; মুসলিম হা/৭১৫।

নিরর্থক ও কৌতুক। কিন্তু চারটি বস্তু এমন রয়েছে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়- (১) পুরুষের স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-ফূর্তি বা হাস্য-রস করা (২) কারো ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া (৩) দু'টিলার মধ্যস্থল দিয়ে ঘোড়া দৌড়ানো (৪) কাউকে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া'।[২৫১] উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা করা ও মাঝে-মধ্যে বৈধ খেলাধূলা করায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় ও মযবূত হয়। পক্ষান্তরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত না থাকলে সংসারে সুখ-শান্তি থাকে না; পরিবার পরিণত হয় অশান্তির আকরে।

ঘ. সন্তানদের স্নেহ করা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত সন্তানদের আদর-স্নেহ করা। সর্বদা ধমক দেওয়া, রাগারাগি করা, শাসনের সুরে কথা বলা উচিত নয়। বরং সন্তানদের স্নেহ করা আবশ্যক। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আক্বরা' বিন হাবেস (রাঃ) দেখলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) হাসানকে চুম্বন করছেন। তখন তিনি বললেন, আমার দশটি ছেলে রয়েছে, আমি তাদের কাউকে চুমা দেইনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[২৫২]

ঙ. নিন্দিত স্বভাব প্রতিহত করা : কোন ব্যক্তি ও পরিবার মিথ্যা বলা, গীবত-তোহমত, চোগলখুরী করা ও অনুরূপ দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এসব থেকে পরিবারের সদস্যদের বিরত রাখার চেষ্টা করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِيْ نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. 'মিথ্যা হ'তে অধিক ঘৃণিত চরিত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আর কিছুই ছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে কেউ মিথ্যা বললে তা অবিরত তার মনে থাকত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথন হ'তে তওবা করেছে'।[২৫৩]

---

২৫১. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ছহীহুল জামে' হা/৪৫৩৪।
২৫২. বুখারী হা/৫৯৯৭; মুসলিম হা/২৩১৮।
২৫৩. তিরমিযী হা/১৯৭৩; ছহীহাহ হা/২০৫২।

তিনি আরো বলেন, كَانَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَبَ كَذْبَةً لَمْ يَزَلْ مُعْرِضاً عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً، 'রাসূল (ছাঃ) পরিবারের কাউকে মিথ্যা বলতে শুনলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন, যতক্ষণ না সে তওবা করত'।[২৫৪] অনেকের ধারণা যে মানুষকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মারধরের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু উপরোক্ত দু'টি হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করা প্রহারের চেয়েও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা মারধরের চেয়ে অধিক ব্যথাতুর হয়। তাই মানুষকে সংশোধনের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা রাসূলের শিক্ষার অন্তর্গত।

চ. সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা : প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে সর্বত্র প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। তদ্রূপ মানুষের জীবনযাত্রায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। পরিবারের আবশ্যকীয় কাজও অনেক সহজ হয়েছে। স্ত্রীর দিকে খেয়াল করে স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের ঐ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। যাতে সংসারের কাজ-কর্মে স্ত্রীর কষ্ট কিছুটা হ'লেও লাঘব হয়, কাজের চাপ ও পরিশ্রম কমে এবং সময় বাঁচে। তবে খেয়াল করতে হবে এসব সংগ্রহ করতে যেন স্বামীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে না হয় কিংবা এসব যেন অপচয়ের কারণ না হয়।

ছ. পরিবারের অসুস্থ সদস্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা : পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন'।[২৫৫]

তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারের লোকদের জ্বর হ'লে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য বানানোর নির্দেশ দিতেন। তা প্রস্তুত হ'লে তিনি পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিতেন এটা হ'তে রোগীকে পান করাতে। তিনি বলতেন, এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং

২৫৪. ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭৫।
২৫৫. মুসলিম হা/২১৯২।

রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে। যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দ্বারা তার মুখমণ্ডলের ময়লা পরিস্কার করে থাকে’।[২৫৬]

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষতিকর মুহূর্ত ও অনিষ্টকর জিনিস থেকে রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন,

إِذَا اسْتَجْنَحَ {اللَّيْلُ} أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَحُلُّوْهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا-

‘যখন রাত শুরু হয় অথবা (বলেছেন,) যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর (বিসমিল্লাহ বল)। তোমার ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ বল। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং বিসমিল্লাহ বল। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং বিসমিল্লাহ বল। সামান্য কিছু হ’লেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও’।[২৫৭] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষার জন্য সর্বদা তাদের সতর্ক করতেন।

পারিবারিক সমস্যাবলী : কারণ ও প্রতিকার

পরিবার সমাজের একক ও ভিত্তিভূমি। সুতরাং পরিবার সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হলে সমাজ সুন্দর-সুশৃঙ্খল হয়। আর যদি পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। কারণ পরিবারের সদস্যরা সমাজের একেকটা অংশ। এজন্য ইসলাম পরিবার গঠন ও তাকে শক্তিশালী করণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন কারণে পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হ’ল।-

---

২৫৬. তিরমিযী হা/২০৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৬৪৬।
২৫৭. বুখারী হা/৩২৮০, ৩৩০৪; মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৪।

Contents

১. ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী কাজ ও মন্দ স্বভাবের প্রসার : ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী কার্যাবলী পারিবারিক শৃংখলাকে বিনষ্ট করে দেয়, সৃষ্টি করে অশান্তি। যেমন পরিবারের সদস্যরা ফরয ইবাদত তথা ছালাতে অভ্যস্ত নয়, শারঈ পর্দা মেনে চলে না, কাফির-মুশরিক ও বিধর্মী-বিজাতিদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি অনুসরণ করে চলে। এসব ক্ষেত্রে পরিবার প্রধান সদস্যদের শাসন না করলে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে যায়। তারা আরো স্বাধীনভাবে ও ব্যাপকহারে অনৈসলামী কাজ করতে থাকে। ফলে পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ বিনষ্ট হয়। শুরু হয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

২. স্ত্রী-সন্তানদের প্রহার করা : কথায় কথায় স্ত্রী-সন্তানদের শাস্তি দেওয়া, প্রহার করা পরিবারে অশান্তির কারণ। স্বামী বা পিতা নিজের নির্দেশ পালন ও কাজ-কাম দ্রুত সম্পন্নের ব্যাপারে স্ত্রী-সন্তানদের তাকীদ করা এবং তাদের কাজ-কর্ম পরিবার প্রধানের মনপুত না হ'লে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া ও প্রহার করায় পরিবারে কলহ সৃষ্টি হয়।

৩. অন্যের হক বিনষ্ট করা : স্ত্রী-সন্তান ও অন্যদের হক যথাযথ আদায় না করা, তাদের অধিকার হ্রাস করা ও যুলুম করা পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক সময় স্বামী, পিতা বা বড় ভাই পরিবার প্রধান হয়ে অন্যদের হক আদায় করে না। কখনও অজ্ঞতাবশত, কখনও উদাসীনতায় এবং কখনও অন্যকে যব্দ করার হীন মানসিকতায়। এতে পরিবারে অশান্তি দানা বাঁধে।

৪. পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও কু-ধারণা : নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন শয্যা ও ভিন্ন স্থানে রাত্রি যাপন করে থাকে। এক স্থানে বসা, একত্রে খাবার গ্রহণ, আলোচনা ও পরামর্শ হয়ে ওঠে না। সেই সাথে একে অপরের প্রয়োজন অনুধাবনের চেষ্টা করে না। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের খোঁজ-খবরও রাখে না। আবার তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কু-ধারণাও তৈরী হয়। যা তাদের মধ্যে স্থায়ী মনোমালিন্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

৫. যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব : স্বামী বা পরিবার প্রধান কর্তৃক স্ত্রী-সন্তান ও অন্যান্যদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী স্বভাব অনুপ্রবেশ করে। গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি তাদের মানবিক মূল্যবোধকে

Contents

বিনষ্ট করে। তাই তাদের চরিত্র গঠন, ভুল সংশোধন ও মানবিক উন্নয়নের জন্য নছীহত ও শাসন উভয়ই বজায় রাখতে হবে।

৬. পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা না দেওয়া : প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। তাই তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য। কিন্তু পরিবার প্রধান তাদের মর্যাদা না বুঝলে এবং তাদের মর্যাদা না দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অপমান-অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করলে তাদের মাঝে ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হয়। ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সুখের সংসার হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ।

৭. অল্পে তুষ্ট না থাকা : মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকে না। লোভ তার সীমাহীন। যত পায়, তত চায়। এ চাওয়া কখনও সম্পদের ক্ষেত্রে, কখনও মানসিক চাহিদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না। কারণ সম্পদের লোভ তাকে হারাম পথে অর্থ উপার্জনে প্ররোচিত করে। আবার প্রবৃত্তি তাকে অন্যায় পথে যেতে বাধ্য করে। যেমন মানুষ অনেক সময় নিজ স্ত্রী অপেক্ষা অন্যের স্ত্রীকে সুন্দরী ও উত্তম ভাবে। মনের পর্দায় তাকে কল্পনা করে। ফরে তার দিকে সে ঝুঁকে পড়ে। এতে পরকীয়ায় জড়ায় অনেকে।

৮. পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা : পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ। প্রবাসী স্বামী বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকে, কেউবা দেশের মধ্যেই কর্মসংস্থানের কারণে স্ত্রী থেকে দূরে থাকে। আবার অনেকে সারাদিন কর্মস্থলে থেকে অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরে অন্যের সাথে খোশ-গল্পে মত্ত হয়, কেউবা স্ত্রী-পরিজনকে সময় না দিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে এ থেকেই মনোমালিন্য ও অশান্তি শুরু হয়।

৮. আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা : আধুনিক যোগযোগ মাধ্যমসমূহ জীবনের গতি সঞ্চারিত করলেও পারিবারিক গতিকে অনেক সময় থামিয়ে দেয়। এগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কল্যাণ আবার কোন ক্ষেত্রে অকল্যাণ বয়ে আনছে। বিশেষত পারিবারিক অশান্তির জন্য এসব জিনিস অনেকটাই দায়ী। বর্তমানে স্বামী কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে ফিরে টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে, স্ত্রীর খোঁজও করে না। আবার স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে টিভি দেখা, মোবাইলে অন্যের সাথে আলাপচারিতা বা ফেসবুক ও ইন্টারনেটে অন্যের সাথে চ্যাটিং করায় ব্যস্ত

Contents

থাকে। স্বামী কখন বাড়ী আসে, কি খায়, কি করে কোন খোঁজ রাখে না। স্বামীর খেদমত, সন্তান প্রতিপালন, পরিবারের কাজকর্মে ও বাড়ীর পরিচ্ছন্নতায় ভাটা পড়ে। শুরু হয় মান-অভিমান, মনোমালিন্য ও এক সময় চূড়ান্ত পরিণতি।

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা রোধে উপরোক্ত কাজগুলি পরিহার করার পাশাপশি আরো কিছু করণীয় রয়েছে। যথা- ১. পরিবারে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ২. পরস্পরকে ক্ষমা করা, ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করা ও সংশোধন করে দেওয়া। ৩. সদস্যদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া ও তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করা। ৪. রাগ পরিহার করা ও ধৈর্য ধারণ করা। ৫. সকলের প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও কুধারণা পরিহার করা। ৬. উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করা ও সমাধানের চেষ্টা করা। ৭. মুখ বা জিহ্বা সংযত রাখা। ৮. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সমস্যা প্রকাশ না করা এবং প্রয়োজনে নিকটাত্মীয়দের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করা। ৯. পরিবারে ন্যায় ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা। ১০. আচার-আচরণে ও ভাষা প্রয়োগে নম্র ও মার্জিত হওয়া।

মূলত মানুষ হিসাবে সবার ভুল-ত্রুটি হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং সংশোধনের চেষ্টা করা পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলাকে তরান্বিত করবে। সাথে সাথে সমস্যা সমাধানে সবাইকে আন্তরিক হ'তে হবে। তাহ'লে যে কোন বড় সমস্যাও অতি সহজে সমাধান করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

পরিবার হ'ল সমাজের মৌলিক ভিত্তি, সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র, মানবসমাজের শান্তি-সুখের নীড়, পারস্পরিক সহযোগিতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি ও উত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবার হচ্ছে সভ্যতার একক, মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র, কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক অনন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। মানববংশের জন্যে এক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পারিবারিক জীবন সমাজের প্রাণকেন্দ্র, মানবসমাজের লালন ক্ষেত্রে, স্নেহ-ভালোবাসা, দয়ামায়া, ক্ষমা-করুণার মতো উত্তম মানবিক গুণাবলীর সৃজনভূমি। কঠিন পৃথিবীর বুকে পরিবার হচ্ছে আপন অস্তিত্ব বিকাশের এক অনন্য পীঠস্থান। একে সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পরিবারকে রাষ্ট্রেরও প্রথম স্তর বলা যায়। বস্তুতঃ

Contents

পরিবারেরই বিকশিত ও বিস্তৃত রূপই রাষ্ট্র। পরিবার ও সমাজের সুসংবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই পরিবার রাষ্ট্রের এক-একটি দুর্গ। আর পারিবারিক জীবন অনাবিল প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং শান্তি ও স্বস্তির কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারই মানুষকে প্রদান করে সমষ্টিগত ভবিষ্যত নির্মাণের মহান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে মানুষ নিজের মেধা ও বিবেক দিয়ে সাধ্যমত কাজ করে বরে তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। প্রাচীনকাল থেকেই বিপদ-মুছীবতে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা একাত্ম হয়ে থেকেছে।

মানুষ পরিবার প্রথা অবলম্বনের মাধ্যমে সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণ করেছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল আয়োজনে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ পারিবারিক জীবন মন ও প্রাণের গভীর মিলনসূত্রে গ্রথিত নয়; মন-প্রাণ ও দেহের মিলন ও একাত্মতার নিরাপদ ঠিকানা নয়। তাই পরিবার ও পারিবারিক জীবন অনেকটাই বিপর্যস্ত। অথচ মানুষকে ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও সহানুভূতি প্রভৃতি সুকোমল বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করে দিলে তখন আর মানুষ প্রকৃত মানুষ থাকে না। পরিবার প্রথা যেখানে ভগ্নপ্রায়, মানসিক প্রশান্তি সেখানে অনুপস্থিত। আমাদের দিনের শুরু ও শেষটা হয় ঘর থেকেই। নারী-পুরুষের সম্মিলিত ও পরস্পরের সম-অধিকারসম্পন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠান পরিবার গড়েই ওঠে উচ্চতর এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সামাজিক বিধান বাস্তবায়নে পরিবারই সমাজে সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারে, যাতে সুস্থ সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা লাভ হয়। পরিবারকে কেন্দ্র করেই আত্মীয়তা, সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে তা সফলতা লাভ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও নারীর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে এবং মানুষের ব্যক্তিগত মানবিক উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে পরিবারের কোন বিকল্প নেই।

পরিবার প্রথা মানুষকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসাবে জগতের বুকে স্থান করে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ সাধন করে এসেছে। দিনে দিনে এর গুরুত্ব ও কাজের ক্ষেত্র আরও বেড়ে চলেছে। পরিবারই সম্মিলন ঘটায় এমন স্থায়ী সঙ্গী ও একান্ত নির্ভরযোগ্য সাথীদের, যারা জীবন সংগ্রামে কষ্টকর অভিযানে সকল ক্ষেত্রে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ছায়ার মতো সহযোগী হয়ে থাকে। অকৃত্রিম সঙ্গী, দরদী সাথী, অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে দায়িত্ব পালন

Contents

করে এবং তারা হয় প্রকৃত সহযাত্রী ও পরম সান্ত্বনা দানকারী একান্ত আশ্রয়। ব্যক্তির যাবতীয় বিকাশ, মননগত উন্মেষ ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় পারিবার থেকেই। তাই সমাজ ও সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্যে পরিবার অপরিহার্য। স্মর্তব্য যে, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। পরিবারের লক্ষ্য হচ্ছে এক উন্নত নৈতিক, নির্দোষ-নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপন। প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসা ও প্রীতি-প্রণয় পরিবারের মধ্যেই বিকশিত হয়। তাই সুষ্ঠু রীতি-নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন, সুন্দর আচরণের মাধ্যমে পরিবার সুরক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের মাধ্যমেই সামগ্রিক কল্যাণের পথে সমাজ অগ্রসর হ'তে পারে। আধুনিক যুগে শিশুদেরকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলার এবং বয়স্কদের মানসিক প্রশান্তির জন্য পরিবারের কোন বিকল্প নেই। উল্লেখ্য যে, পরিবার অপরাধ, হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি দমনের শক্তিশালী মাধ্যম। সমাজ থেকে এসব দূরীকরণে পরিবার বাস্তব ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শিশুর সঠিক মানসিক বিকাশের জন্য পরিবারের সান্নিধ্য অতীব যরূরী। শান্তি-সুখ, তৃপ্তি-নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ এবং জীবনে সত্যিকার সাফল্য ও কল্যাণ লাভে প্রয়োজনীয় কর্মপ্রেরণা সুস্থ ও সুন্দর পরিবার থেকেই আসে। পারিবারিক জীবন আদর্শভিত্তিক, পবিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ না হলে সমগ্র জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগ নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত, বিষাক্ত ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে পড়বে। তাই এদিকে সবাইকে সজাগ ও সচেতন হওয়া যরূরী।

পরিবারে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করলে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্ব-স্ব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলে এবং একে অপরের হক আদায় করলে পারিবারিক জীবনে বইবে শান্তির মৃদু সমীরণ; পরিবার হবে সুখের আকর। সম্প্রীতি-সদ্ভাব আর প্রীতির বন্ধনে সবাই থাকবে আবদ্ধ। এজন্য নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির নামে আন্দোলন-সংগ্রাম, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি করার কোন দরকার হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অনুরূপ পরিবার গঠনের তাওফীক দিন-আমীন!

॥ সমাপ্ত ॥

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৩৮.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? (১৫/=)। ৩৯. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=) **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=) **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -ঐ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ - ঐ (২০/=) **৬.** আল্লাহর উপর ভরসা, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৮.** ইখলাছ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৬.** ঐ, ১৮তম বর্ষ, ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**